হোমশিখা ।

হোমশিখা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-
বিরচিত।

কলিকাতা :
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী কর্ত্তৃক
৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।
১৩১৪।

এক টাকা।

ভূমিকা।

'হোমশিখা'র প্রথম কবিতাটি ভিন্ন সমস্ত কবিতাই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই কবিতাগুলি ১৩০৫ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ মহোদয়গণ আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত কবিতাপুস্তক 'বেণু ও বীণা' পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করায় আমি পুনর্ব্বার কবিতা পুস্তক প্রকাশে সাহসী হইলাম।

কলিকাতা;
২১শে আশ্বিন, ১৩১৪।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উৎসর্গ।

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরব স্থল,

আমার পূজ্যপাদ পিতামহ,

স্বর্গীয় মহাত্মা

অক্ষয়কুমার দত্তের

স্মরণীয় নামে,

আমার সাহিত্য-চেষ্টার ফলস্বরূপ,

এই সামান্য কবিতাগ্রন্থ,

ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

হোমশিখা।

"आत्मानं विद्धि ।"

"——To thine own self be true ;
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man."

——Shakespeare.

সূচী।

প্রাচীন বেদীর 'পরে, নূতন সমিধ্ সাজাইয়া,—
তীর্থ-জলে রচিয়া পরিখা,—
ব'সে আছি প্রতীক্ষায়, আকাশের পানে তাকাইয়া,
কেমনে জ্বালিব হোমশিখা ?
গগনে বাড়িল বেলা,— মানবের মেলা পথে ঘাটে,
আচম্বিতে আমারি সকাশে—
বিদ্যুৎ পড়িল খসি' ! সোনায় মুড়িয়া শুষ্ক কাঠে,
হোমশিখা উঠিল আকাশে ।

হোমশিখা।

সবিতা।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

"ধেয়াই বরেণ্য সবিতার। রমণীয় দীপ্তি-দেবতার। আমাদের বুদ্ধি-বিধাতার॥"

—বিশ্বামিত্র।

"For I doubt not thro' the ages one increasing
purpose runs,
And the thoughts of men are widened
with the process of the Suns."
—Tennyson.

"Knowledge is power."—Bacon.

হোমশিখা।

সবিতা।

তিমির রূপিণী নিশা,—হে বিশ্ব-সবিতা !
তুমি দেব, নির্ম্মল-কিরণ !
আলোকের আলিঙ্গনে রমিত তিমির,—
ফুল্ল উষা—অপূর্ব্ব মিলন।
পুষ্পময়ী বসুন্ধরা,—
দ্যু-লোক আলোক-ভরা,—
জনয়িতা—সবিতা—সবার !
বরণীয়—রমণীয়—নিত্য-জ্ঞানাধার !

হে সবিতা ! অবনীর নবীন বয়সে,
আহ্বানিত এমনি ভাষায়—
আর্য্য-ঋষি,—প্রকৃতির পুত্র প্রিয়তম,—
নিত্য নব জ্ঞান-পিপাসায়।

গেছে চ'লে কতদিন,
তবু তৃষা নহে ক্ষীণ ;
কি অতীতে বর্ত্তমানে কিবা,
জ্ঞান-তৃষা মানবের জ্বলে নিশি দিবা।

উষায় উষায় তাই আহ্বানি' তোমায়,—
আলোক—উৎসাহ—আশা—জ্ঞান !
স্তব্ধ হ'ক তন্দ্রাময় অবসাদ-মাখা—
ঝিল্লীরব—কুহকের তান।
না হ'লে নিদ্রার কোলে
আবার পড়িব ঢ'লে,
সঙ্গী যত—চলে যা'বে ফেলে,
রহিব পিছনে একা—কাঁদিতে বিফলে।

অসিত বরণ তব বৈতালিকগণ—
আগমন করি'ছে ঘোষণা ;—
নীরস কর্কশ স্বর,—তবু লাগে ভাল—
তবু তা'ই শুনিতে বাসনা।
বাজিলে সমর-ভেরী
মাতি' উঠে রণ-করী,—
সে উৎসাহ মানে না বেদনা,
তখন আকাঙ্ক্ষা তা'র অঙ্কুশ-তাড়না।

এসেছে, এসেছে ধরা আঁধারের পারে !—
নীলাকাশে হাসিছে কিরণ ;
এস রবি, এবে তুমি কোন্ দিব্যালোকে ?
দিব্যালোক কর বিকীরণ !
আঁধার,—বনের মাঝে
লুকাইছে ভয়ে-লাজে,
সেথাও আলোক ছুটে আসে,—
জড়ায়ে লুকায়ে জড়ে বাঁচে অবশেষে !

সমুজ্জ্বল সুষমায়—লোহিত আভায়—
কি আনন্দ উঠিছে ফুটিয়া ;
বিদ্যুতের বেগে ধায় হৃদয়-শোণিত,—
পুলক উঠিছে উথলিয়া !
নিতান্ত আপন যেন !
—নহিলে এমন কেন ?—
আছে যেন কত পরিচয়,
আছে যেন অনন্তের স্মৃতি প্রীতিময় !

তবে কি, তবে কি তুমি পিতা পৃথিবীর—
বসুন্ধরা দুহিতা তোমার ?
হে সবিতা, বিশ্ববাসী তাহারি সন্তান,—
তাই বুঝি আনন্দ অপার !

ধমনীতে তাই বুঝি,
তোমারে হেরিয়া আজি
ছুটীছে শোণিত খরতর,
হৃদয়ের আকর্ষণ এ যে প্রভাকর!

ছিল দিন,—এ হৃদয়ে বহে যে শোণিত,
বহিত সে—ও তব হৃদয়ে ;
তখন ধরণী ছিল অঙ্কে তব সুখে,
মহাশূন্যে পড়েনি লুটায়ে।
সন্তানে আপন গুণ
না দেখিয়া, কি আগুন
জ্বলিল যে হৃদয়ে তোমার!
মনঃক্ষোভে ত্যজিলে তনয়া আপনার!

অভিমানে, চ'লে যায় অভিমানী মেয়ে,
বিসর্জ্জিতে আঁধারে জীবন ;
অমনি হৃদয় তব উঠিল কাঁদিয়া,—
নিবে গেল ক্ষোভের দাহন।
অমনি সহস্র করে,
রোধিতে, ফিরা'তে তা'রে
শতদিকে ছুটিল কিরণ।
এমনি হে সন্তানের স্নেহের বন্ধন।

তাহার' হৃদয়ে তেজ তোমারি মতন ;—
রূপে সম, নহে বটে কভু ;
অসীম তোমার স্নেহে, আগ্রহে, যতনে—
মরিল না ; ফিরিল না তবু।
ছুটে, ছুটে, ভেসে, ভেসে,
শান্ত, ধীরে হ'ল শেষে,
ফুটিল শ্যামল-হাসি মুখে ;
তবু সে ত' ফিরিয়া এল না তব বুকে।

এখন সে শত শত সন্তানের মাতা ;
তবু বুঝি তোমার নয়নে—
আজিও সে, সেই ক্ষুদ্র অভিমানী মেয়ে ;
তাই যেন তৃপ্তিহীন মনে,—
হর্ষাবেগে অঙ্গে তা'র
বুলাইছ শতবার
স্বর্ণ-কর, হে বাষ্প-লোচন !
লভিল স্থবির অন্ধ ফিরে হারাধন !

জ্বলিতেছ চিরদিন তুমি হে যেমন,
জ্বলে সদা ধরণী তেমনি ;
মানব—সে সিন্ধুনীরে বুদ্বুদের মালা,
তা'রাও জ্বলি'ছে দিনমণি !

বাহিরে স্নিগ্ধতা ঢাকা,
শান্তির মাধুরী মাখা,
অন্তরে জ্বলি'ছে মহানল,
অভিলাষ—আশা—তৃষা—আকাঙ্ক্ষা কেবল!

অবিরাম, অবিশ্রাম জ্ব'লিছ যেমন,
মোদের' এ ক্ষুদ্র হিয়া হায়—
বিশ্বের রহস্যময় দুঃখ-সুখে পড়ি'—
জ্বলি'ছে হে জ্ঞান-পিপাসায়।
অমৃত ফেলিয়া তাই
শুধু জ্ঞান-সুধা চাই;
ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে—
মানবের নিত্য সখা—জ্ঞান এ সংসারে।

চল তবে, তব সনে হই অগ্রসর,—
আর' ঊর্দ্ধে অনন্ত গগনে,
তোমার উৎসাহ-কণা হৃদয়ে ধরিয়া
সহিব ও অসহ কিরণে।—
যতদিন নাহি ফিরে
আঁধার হৃদয়-নীরে
ঊর্ম্মিমালা, করি' ছুটাছুটি,
মাথিয়া কনক-আলো'—কিরণ-কিরীটী।

হোমশিখা।

আঁধারে আঁধার শুধু, চলেনা নয়ন,
আদিগাথা নিহিত যেথায় ;
সে আঁধারে ফোটে আলো মুমূর্ষুর হাসি
তাহে শুধু মূর্ত্তি ভীতিময়।
তাঁর পর উষা আসে
উজ্জল লোহিত-বাসে—
সৌন্দর্য্য—কবিতা—আভরণ !
অবশেষে, তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ।

চেতনা জাগিল জড়ে,—তরু—পশু—নর,—
আর্য্যজাতি বিকাশ চরম !
উজলিল সিন্ধু-গিরি, কক্ষ-গিরি শির,
আর্য্যদেরি প্রতিভা পরম।
সে আলোকে আত্মহারা—
ভাসিল পুলকে ধরা,
বিশ্ববাসী লভিল পরাণ,—
ভারত তুলিল যবে জ্ঞানের নিশান !

ভারত দেখায় পথ বিশ্ব পিছে ধায়,—
সৌন্দর্য্যের পূজা শিখে নর ;
গাহিতে প্রভাতী তান—প্রকৃতি বন্দনা,
প্রকৃতির চিনিল ঈশ্বর !

চঞ্চল অনিল, জল,
সবিতা কিরণোজ্জ্বল,
নেহারি' বিস্ময়ে নতশির ;
অমনি জ্ঞানের তৃষা—পরাণ অধীর।

অমনি হৃদয়ে ফোটে কল্পনা-কুসুম,—
সে কবিতা—অক্ষয় সে গান ;
জ্ঞানের—প্রাণের কথা অক্ষরে, অক্ষরে,
মর্ম্মে তা'র আকাঙ্ক্ষার তান।
অসীম মনের বল—
চমকিল ধরাতল,—
ভারতের প্রতিভা বিপুল ;
তাই ভারতের নাম ভুবনে অতুল।

হেথায় মানব-মনে প্রথম বিকাশ
সৌন্দর্য্য—কবিতা—মধুগান ;
হেথায় শিখিল নর জ্ঞানের আদর,
সভ্যতার প্রথম সোপান।
জগতের ইতিহাসে,
স্বর্ণাক্ষরে পুরোদেশে—
লিখে রাখ ভারতের নাম,
জগতের জ্ঞান-গুরু পুণ্যময় ধাম।

ভারত,—ভারত-মাতা, জননী আমার,
আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস, অবশ হেন—প্রাণহীন সম?
হারায়েছে সে পূর্ব্ব সম্মান।
কোথা সে উৎসাহ, বল,—
লঙ্ঘিল যে বিন্ধ্যাচল,
কোথা আজি—কোথা আজি, হায়,
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যা'য়।

কোথা তা'রা?—শির পাতি' লয়েছে যাহারা,
উপহাস শত অপমান,
তবুও বলেনি শুধু মধুময় ধরা,—
পরলোক নন্দন সমান।
তা'দেরি সন্তান সব,
—যা'দের জ্ঞান-বিভব
ভারতের—বিশ্বের গৌরব;—
তবু কেন, তবু কেন বোঝে না এ সব?

শিখা'ল যে মানবের কত ক্ষুদ্র জ্ঞান—
কত ক্ষুদ্র ধারণা তাহার,
আঁকিবে কল্পনা-বলে কেমনে সে ছবি—
ভগবান্ বিশ্বের ব্যাপার!

কেন হ'ল চরাচর,—
কেন বা জন্মিল নর,—
কে সৃজিল—কেন বা সৃজিল ?—
বিফল কল্পনা, হায়, তৃষা না মিটিল।

কোথা আজি, সুবিশাল হৃদয় যাহার
কেঁদেছিল মানবের দুখে,
ব্যাধি, জরা, মরণের কঠোর শাসন
শেল সম বিঁধিল যে বুকে ;
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে,
রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে,
জগতে গাহিল শান্তি-গান,—
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—ত্রিতাপ নির্ব্বাণ।

তা'দেরি সন্তান সব, তবে কেন হায়,
সেই তেজ, সে উৎসাহ নাই ?
তা'রা যেন জ্ঞান-যজ্ঞে দীপ্ত হুতাশন,—
অবশেষ—মোরা শুধু ছাই।
অথবা এ ভস্ম মাঝে
যে অনল-কণা আছে
—বিশ্ব তাহে হাসিবে না হায়,—
ফুৎকারে ফুরায় বুঝি:নিশ্বাসে মিশায়।

সাহসে বাঁধিয়া বুক,—হ'য়ে অগ্রসর,
ছুটেছিল জ্ঞান-পথে যা'রা,—
সহসা আবেশে, যেন স্বপনে বিভোর,—
নীরব, নিস্পন্দ, আত্মহারা ;
স্বপনে করিয়া ভুল,
হারা'ল জ্ঞানের মূল,
না বুঝে ত্যজিল জ্ঞান-তৃষা ;
ঠেলিল অমৃত-ভাণ্ড, হারাইল দিশা।

ঊর্দ্ধে যা'রা ছুটেছিল আলোকের পথে—
সবলে তেয়াগি' ধরণীরে,
এবে তারা পাংশু মেঘ অশুভ, মলিন,
এল দেশ ঢাকিতে তিমিরে।
সে মেঘে হ'লনা জল—
ধরাতল সুশীতল,
তাহে শুধু অশনি ভীষণ—
চপলা—চঞ্চল-আলো—ধাঁধিল নয়ন।

যে আলোকে আলোকিত গিরীশের শির,
চীনে চিনে জগতের লোক,
শিহরে শিশর যাহে রোমাঞ্চিত রোম,—
পারস্যানে পরম পুলক,—

ভারতের ভাগ্য-দেবে—
জিজ্ঞাসি' কোথায় এবে
সে আলো—কে—করিল নির্ব্বাণ?
কোন্ ভুলে হতমান আর্য্য-সন্তান!

অনুময়ে ফিরে মন, সিংহাসন টলে,
শক্তি ফিরে শক্তি আরাধনে,
তটিনীর ফিরে স্রোত মানব-কৌশলে,
ফিরে স্মৃতি ভিষকের গুণে;
সে শুধু ফিরে না হায়—
যে দিন চলিয়া যায়,
কি কঠোর কালের শাসন!
যেমন চলিয়া যায় আসেনা তেমন।

প্রতীচ্যে জাগিল আলো,—প্রাচ্য অন্ধকার,
দীন-শিশু গাহে সুমধুর!—
"দেবতার ভোগ্য সুধা—ভক্তি, শান্তি, ক্ষমা,—
কর পান বিশ্ব তৃষাতুর!
সবাই সবার ভাই,—
ছোট বড় ভেদ নাই,—
—এক পিতা সবাই সন্তান,
ঘুচে যুচে-কেন গর্ব্ব, ঈর্ষা, অভিমান!"

যে আলোক ফুটিল এ কনক-মুকুরে,
কতদিন কেহ দেখিল না,—
চাহিতে—লাগিল ধাঁধা—মুদিল নয়ন ;
শান্তি তা'র একান্ত কামনা।
কেহ বা ভাসিল স্রোতে,
কেহ গেল ভিন্ন পথে,
সে পথেও না মিটিল আশা ;
মরুভূমি, মরীচিকা, আলেয়ার বাসা।

তীব্র জ্বালা, দেহ মন পুড়ে হ'ল ছাই,—
প্রাণ যায়, দারুণ পিপাসা,—
তবুও পাবেনা জল,—কি বিষম ঠাঁই,
তবু হায় মিটিবেনা আশা।
কঠিন শাসন এত,
কে সহিবে অবিরত ?
মানুষ—মানুষ চিরদিন ;
জ্ঞান-তৃষা, জ্ঞান বিনা কে করে বিলীন ?

আবার ফিরিল নর এসেছে যে পথে,
আবার শুনিল শান্তি-গান।
বুঝিল সে, শান্তি নহে, শান্তি তরে শুধু,
আছে আর' উদ্দেশ্য মহান্ !

সমাজ, ধর্ম্মের বিধি,
মমতা শিখায় যদি,
তবে তা'র আছে স্বার্থকতা ;
নহে, 'শাস্তি' অর্থহীন—স্বপনের কথা।

হেথায়, মানব মনে, অনন্ত পিপাসা ;
জানি না মিটে না কেন হায়,—
তাই চাহি চিরদিন জ্ঞানের আলোক,
দ্বেষ-বহ্নি শুধু অন্তরায়।
এক বিন্দু ক্ষমা যদি
নিবায় বিদ্বেষ-ব্যাধি—
বিশ্বে যদি শান্তি আসে ফিরে,
সরল জ্ঞানের পথ হ'বে ধীরে, ধীরে।

তাই শান্তি সুনির্ম্মল স্বর্গের কিরণ,
তাই ক্ষমা মনের ভূষণ ;—
নীতি-কথা, একতার এত সমাদর,
তাই বুঝি 'ধর্ম্ম মহাধন' !
দুর্জ্জয় মানব মন,
পাছে, বেধে উঠে রণ,
বিধি বাঁধা তাই শত শত ;
বিশ্বের রহস্ত, নহে, রহিবে অজ্ঞাত।

যা'রা শুধু ঘুমাইত—সুখদ শয়নে
এবে দেখি' জ্ঞানের কিরণ,—
ফুৎকারে নিবাতে চায়,—ক্রোধে আত্মহারা,—
ভাঙ্গে তা'র কল্পনা—স্বপন।
তার পর ধীরে ধীরে,
ঘুম-জাল গেল চিরে,
বুঝিল সে ভ্রম আপনার ;
হইল সত্যের জয়—জয় মমতার।

সে আলোকে শ্বেতাম্বর হাসিল বিজ্ঞান,
বিশ্ব আঁখি মেলিল আবার ;
নির্ম্মল জ্ঞানের আলো—সত্যের কিরণ
তীব্র তবু আনন্দ-আধার।
শুভ্র তুষারের'পর
প'ড়েছে রবির কর—
প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত ধরা ;
তাই আজি বিজ্ঞান বিশ্বের আঁখি-তারা।

বিজ্ঞান! বিজ্ঞান! আজি তোমার মহিমা—
কলগীতি তুলেছে জগতে,
সে পরশে লভি' যেন নবীন জীবন,
মানব ছুটেছে এক পথে।

সে আলোক, আজি, সবে
আলোকিছে সমভাবে—
কি তৃণ কি উচ্চ তরুশির ;
বিজ্ঞান তোমার হাসি মধ্যাহ্ন-মিহির।

'কোন্ পথে যা'বে ভাই' জিজ্ঞাসে বিজ্ঞান,
'কোন্ পথে !' বিশ্ব বলে ধীরে,
'কই সুখ ? কোথা হায় উৎস করুণায়?
বিষাদ সতত আছে ঘিরে ;
তবে বৃথা দিবারাতে
মিথ্যা-দেবতার মাথে
কি হ'বে বরষি পুষ্প চয় ?
চল জ্ঞান পথে।' ধরা শোনে সবিস্ময়।

'এ নহে সন্তোষ, হায়, ঔদাস্য কেবল,
নহে শান্তি—শুধু তা'র ভাণ।
কেমনে লভিবে সুখ, বল, না হইতে
বিশ্বের সমস্যা সমাধান ?
চল তবে সত্য পথে,
আরোহি' জ্ঞানের রথে,
দেখে আসি, কোন্ পথে চলে
চন্দ্র তারা, নিশিদিন গগন-মণ্ডলে ;—

'কোন্ পথে, কোথা হ'তে বহে প্রস্রবণ,
কোথা হ'তে মেঘে আসে জল,
কোন্ গানে কোন্ তানে—ধ্বনিত ধরণী,
কেন সিন্ধু সতত চঞ্চল;
কি দিয়া গঠিত ধরা,
কি দিয়া মানব গড়া,
দেখ জ্বালি' জ্ঞানের কিরণ;—
কার্য্য যদি ব'লে দেয় অজ্ঞাত কারণ।'

একি হ'ল! একি ছবি দেখা'লে বিজ্ঞান,—
এ জগতে নাহি কি করুণা?
একের নিধন বিনা বাঁচেনা অপর!
এ বিশ্ব কি দৈত্যের রচনা!
হে সবিতা! হে সবিতা!
মানবের জ্ঞানদাতা!
দাও আলো—দাও সত্যকণা,
কিছু যে বুঝি না দেব আমি যে উন্মনা।

হে সবিতা, দাও বল আর' উচ্চে যাই,
প্রহেলিকা এখন' না বুঝি,
প্রাণপণে জ্ঞানপথে তাই যেতে চাই;—
চির সুখ,—বৃথা তা'রে খুঁজি।

চাহি' সুখ কে কোথায়
জীবনে পেয়েছে তা'য় ;
পা'ব কি না জানি না সে হায় ;
তবু সে পরশ মণি, প্রাণ তা'রে চায়।

কোন্ পথে বিশ্ব ফিরে, তাই খুঁজি সদা,
আমরাও সেই পথে যা'ব,—
অনন্ত সাগর বুকে—অনন্ত লহরী,
তা'রি সনে, একতানে গা'ব।
যদি কোন' রত্ন পাই,
আদরে ধরিব তাই,
দিব ডালি ভবিষ্যের করে ;
না পাই, এই সে পথে পাবে তা' অপরে।

হে সবিতা, না মিটিতে জ্ঞানের পিপাসা,
তুমি দেব অস্তাচলে যা'বে ;
আসিবে জীবন-সন্ধ্যা—আসিবে আঁধার
পূর্ণ আলো কে মোরে দেখা'বে।
উষায় উৎসাহ ল'য়ে,
সন্ধ্যায় বিষণ্ণ হ'য়ে,
এমনি রে অপূর্ণ আশায়,—
কাল-স্রোতে কত লোক ভেসে গেছে হায়।

গেছে, মুছে গেছে স্মৃতি ; কোন' পুণ্যবান
রেখে গেছে গৌরব-নিশান,
বাজায়ে বীণার তারে নব নব গান,
বাজায়ে সে জ্ঞানের বিষাণ ;
দারুণ তৃষ্ণায় জ্বলি'
বিক্ষত চরণে চলি'
আনিয়াছে পিপাসার জল,
রেখে গেছে দিব্য ফল—বিশ্বের মঙ্গল।

হে সবিতা, দিন দিন এ বিশ্ব ভুবনে,—
শিক্ষাদাতা—পিতার মতন
বিতরিছ স্নেহ সনে—সুতীব্র কিরণ—
জ্ঞান-ধন—অমূল্য রতন।
আর স্নেহময়ী ছায়া,—
হৃদয়ে মায়ের মায়া,
পিছে তব ফিরে অনুক্ষণ,
ঘুচা'তে ধরার ব্যথা—মুছা'তে নয়ন।

যাই তবে, সন্ধ্যা আসে,—হয়েছে সময়,—
অন্ধকার পক্ষ করে নত ;
ঝিল্লীরব—ঢালে বুঝি সুষমা-সঙ্গীত,
ওই—ওই—ওই গো নিয়ত।

পিছনে আসিছে যা'রা
দাও আলো, হ'ক তা'রা
আত্মহারা—প্রফুল্ল হৃদয় ;—
যাই তবে—আমাদের হয়েছে সময়।

আবার পোহালে নিশি, মাখিয়া কিরণ—
সঙ্গে তব চলিব আবার,—
নব বলে, নবোৎসাহে, নবীন জীবনে
পূরাইতে তৃষ্ণা কামনার।
আবার নির্ম্মল—আলো,
আমার হৃদয়ে জ্বাল,
হে সবিতা জ্ঞানের কিরণ,—
আর' আলো—আর' আলো কর বিতরণ!

১৩০৫ সাল।

সোম।

"O for a draught of vintage, that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country-green." Keats.
"Pains ask to be paid in pleasure"—Bacon.

সোম।

নিশীথের মায়া-উপবনে,
মৃগ তুমি হে মৃগাঙ্ক সোম!
কোন্ যুগে—কোন্ শুভক্ষণে
জনমিলে উজলিয়া ব্যোম?
নিশির পরশি কায়
চলিয়াছ চিরদিন,
মাথা রেখে তারি গায়
ভ্রমিতেছ বিরাম বিহীন;
তিথি, মাস, বর্ষ কত হায়,
লয় হ'য়ে গেল পায় পায়!

বর্ষ, যুগ হাজার হাজার,
লক্ষ লক্ষ তিথি, পক্ষ, মাস,
কোথা দিয়ে হ'য়ে গেল পার,
তুমি সেই ভ্রমি'ছ আকাশ!
কোথা দিয়ে হ'ল পার
অপরূপ কত জীব,

তা'দের মঙ্গল, আর
তা' সবার যতেক অশিব ;
তুমি সব দেখিলে একাকী,
আকাশের শুক্ল-পক্ষ-পাখী !

কত নিধি জলধি-মন্থনে
উঠেছিল, মনে তাহা নাই,
হস্তী, হয়,—নাহি সে স্মরণে—
ভস্ম ছাই—কত কি বালাই।
কেবল রয়েছে জাগি'
তোমার জনম-কথা,
হৃদয়ে গিয়েছে লাগি'
সে দিনের আনন্দ বারতা ;
চতুর্দ্দিকে মঙ্গল আভাষ,
দেবতার মৃদুমন্দ হাস।

ধীরে ত্যজি' পৃথ্বীর জঠর,
সিন্ধুর এড়ায়ে সর্পজট,
শিশু-শশী—প্রশান্ত, সুন্দর,
আবির্ভূত শিরে স্বর্ণঘট ;
সে সুধা সেচন করি'
ব্যোম-লতিকার মূলে,

মলিন বল্লরী, মরি,
সাজা'লে মুকুলে ফলে ফুলে ;
ব্যোমলতা—সোমলতা এবে,
হে মায়াবী ! তোমারি প্রভাবে।

থরে থরে নক্ষত্র-মুকুল
ব্যোমলতা-সোমলতা 'পরে,
বায়ুভরে করে দুল্ দুল্,
ছায়াপুটে মঞ্জরী মুঞ্জরে,
সহসা, লতার গায়ে,
সমীরণ একদিন
দেখিল, নখের ঘায়ে
রসধারা ঝরিতেছে ক্ষীণ,—
সে রস আকণ্ঠ করি' পান,
সমীরণ হারায় জ্ঞেয়ান।

নব চোখে দেখিছে সংসার,
জ্ঞানহারা মুগ্ধ সমীরণ !
এ সংসার ভালবাসিবার,
নহে নহে অহরহ রণ।
জ্ঞেয়ান হারায়ে বায়ু
লভিল নূতন জ্ঞান,

মানব হারায়ে আয়ু
লভে যেন দেবতার মান ;
অনাঘ্রাত কুসুমের ঘ্রাণ,
বন্দী করি' নিল মন প্রাণ !

সে অবধি এ তিন ভুবনে
স্বর্ণধারে ঝরে সোমরস,
সুরাসুর আনন্দিত মনে
পান করি' গান করে যশ।
ঝরিয়া, ঝরিয়া, সোম !
উড়ুম্বর পাত্রে মোর,
পূর্ণ কর সন্ধ্যা-হোম,
চূর্ণ [illegible] দস্যু চোর ;
এ[illegible] সেবায়,—
[illegible] ডাকিছে তোমায়।

যজ্ঞ যাগে, দস্যু বধে কিবা,
বেলান্ত কাটায়ে ঋষিগণ,
পিপাসায়, মগ্ন যবে দিবা,
করিত তোমারে আবাহন ;
মোরাও তেমনি আজ,
দিন-শেষে পিপাসায়,

ফেলে রেখে শত কাজ,
ডাকিতেছি কৃপার আশায় ;
শিরে বোঝা—লক্ষ কোটী কাজ,
দুর্ভাবনা হানে শত বাজ।

রোগ এল শূল ল'য়ে হাতে,
পিছনে রহিল পড়ি' কাজ,
শোক এল শেল হানি' মাথে
সব কাজে পড়িল রে বাজ ;
জরা এসে লজ্জা দিবে
ব্যর্থ হয়ে যা'বে সব,
মৃত্যু কবে সাড়া দিবে
ডুবায়ে কাজের কলরব ;
শত কাজে সহস্র ভাবনা,
দুর্ভাবনা—মরণ-যন্ত্রণা।

কাজ সারা কবে হ'বে আর,
বেলা যায় বাড়ে হাহাকার ;
অন্ধ করি' নয়ন সন্ধ্যার
নিশাচর আসে অন্ধকার।
এস সোম, এস ত্বরা,
সহিতে পারি না আর,

দস্যু-শঠ-ভণ্ড-ভরা
জগতের পাপ অত্যাচার ;
পিশাচে বেঁধেছে হেথা দল,
সর্ব্ব শুভ করিতে বিফল।

ধর্ম্ম কহে খড়্গ তুলি রোষে
'রাজস্ব দে,' প্রাপ্য সে আমার'
'পূজা দাও আগে রাজকোষে'
দর্পভরে কহে তরবার।
সমাজ কহিছে হাঁকি'
'আগে রাখ মোর মান',
প্রকৃতি বলিছে ডাকি'
'ফিরে দে, ফিরে দে মোর দান।'
তুল না জ্ঞানের কথা আর,—
অজ্ঞ হয়ে ভাণ বিজ্ঞতার।

সোম ! সোম আন সোমরস,
দেহঢালি' রঞ্জিত ধারায় ;
দেহ মন হয়েছে বিবশ,
রুদ্ধ প্রাণ সব্যূহ কায়ায় ;—
বরিষ, বরিষ মুখে
সোমরস সুধাধার,

যা' আছে জ্বালা এ বুকে,—
যত ক্ষত মৌন নিরাশার
মুছে যা'ক্—হ'ক্ অবসান,
সোমরস করি' আজি পান।

আহাহা কি সুন্দর অম্বর,
কি সুষমা দ্যুলোকে ভূলোকে,
তরুর কাঁপিছে কলেবর
ছায়া-বুকে জাগিয়া পুলকে,
ঘুমাইছে নববধূ—
ছায়া, নব জোছনায়,
বিভোর মদন, মধু,
স্ফুরিত অধরে ফিরে চায়!
এস সোম! প্রেম কর দান,—
সে অশান্তি সান্ত্বনা মহান্!

স্নিগ্ধ বায়ু, ক্ষুদ্র শিশু যেন,
হিমকর—হানিছে চঞ্চল,
কপালে কপোলে—ফুল হেন—
চোখে মুখে, আহ্লাদে পাগল।

মা চাহিছে পথ, ওরে,
বধূ একা জানালায়,
শিশু হাসে স্বপ্নঘোরে,
পুত্র, পিতা, পতি, ঘরে আয় ;
মগ্ন নিশি শান্তি সুষমায়,
স্নেহনীড়ে ফিরে তোরা আয়।

বহুরূপী ! দিব্য-মায়াধর !
কি কুহক জান হে কুহকী,
কতরূপ ধর মনোহর,
নিত্য নব যখনি নিরখি ;
নির্ম্মল অক্ষত কভু
ধৌত সুর-গঙ্গাজলে,
রুদ্রের ললাটে কভু
গৌরীর রঞ্জিত পদ-তলে,
কভু বক শুক্ল সুশোভন—
ঘননীল পল্লবে মগন।

কভু মিলে উজ্জ্বলে কোমলে,
বায়ুস্তরে ভেসে যাও একা,
পারিজাত হরণের কালে
বক্ষে যেন গরুড়ের পাখা !

মিশর-রাণীর কভু
পানপাত্র চমৎকার,—
যত পান করি তবু
শূন্যপাত্র পূরে পুনর্ব্বার !
কভু চারু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
মূর্ত্তিমান দেবতার বর।

শিশু শুয়ে জননীর কোলে
গান শোনে গান গেয়ে গেয়ে,
'চাঁদ আয়' ব'লে হাত তোলে
কত হাসে কাঁদে তোমা চেয়ে,
তুমি ত' এস না হায়
কাঁদা তা'র হয় সার ;
বালক যৌবন পায়,
ঠেকে শেখে,—ডাকেনা সে আর ;
এখন সে চেয়ে তুষ্ট নয়,
পেলে, বুঝি, তখন কি হয়।

প্রেম আসে চন্দ্রমালা গলে,
মুখে চোখে চারু চন্দ্র-হাস,
আবরিত চন্দ্রিকা অঞ্চলে,
চন্দ্রের মণ্ডলে যা'র বাস ;

হৃদয়ে বেজেছে সাড়া
নয়নে জেগেছে রূপ,
সাগর পেয়েছে নাড়া
আর কি হিল্লোল রহে চুপ ?
চাঁদে যা'র উঠিত না মন,
চাঁদমুখে তুষ্ট সে এখন ;

আশাপাখী উড়ায় বালক,
দৃঢ় পাখে ফিরে সে ভুবন,
অন্ধ করে সুতীব্র আলোক
নিয়ে ক্রমে আরম্ভে ভ্রমণ ;
এক এক বার শুধু
দিনান্তের রাঙা মেঘে,
উছলে হৃদয়-মধু,
সুপ্ত প্রাণ উঠে জেগে জেগে ;
তার পর রহে নত শিরে
গণ্ডীব্যূহ যত আসে ঘিরে।

হায় সোম চাহ কি শুনিতে—
হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিবরণ ?
মন মরে—জানিতে চিনিতে,
বড় হ'য়ে ছোট হয় মন ;

আশায় দিয়েছ ছাই,
তোমায় না চাহি আর,
এবে যে চন্দ্রমা চাই
বাঁধা র'বে সদা সে আমার ;
সে চাঁদের ক্ষতি ক্ষয় নাই,
প্রেমশশী পূর্ণ সে সদাই।

সে চাঁদ উদয় হ'লে মনে,
নাহি ভয়, নাহি গৃহ বন,
শক্তি লভে ভীরুচিত জনে
প্রেম করে অসাধ্য সাধন ;
নব প্রীতি, নব প্রাণ,
সম্বন্ধ নূতন সব,
নব দান প্রতিদান,
দেহ মনে নবীন উৎসব !
সর্ব্বস্ব—জীবন করি পণ,
বারেক দেখিতে প্রিয়জন।

উদারতা উদিত হৃদয়ে,
আজি মহা মার্জ্জনার দিন,
অনুভূতি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে
বিশ্বজনে গণে ত্রুটিহীন,

সম্রাট আজিরে আমি,
মরমের রাজা আজ,
সাহসের অনুগামী
হ'য়ে ক্ষমা দেছে দিব্যসাজ !—
কি কহিনু—করিনু কি কাজ,
ক্ষম সোম ! মত্ত আমি আজ।

সোম ! তুমি প্রেমে নিরমান,
কর প্রাণ প্রেমে পরিপূর,
মুহূর্ত্তের তরে কর দান
ইন্দ্র সম সম্পদ প্রচুর ;
বিনিময়ে ল'য়ে যাও
যা' আমার আছে সব,—
সুদীর্ঘ জীবন লও
অদৃষ্টের ব্যসন উৎসব ;
ক্ষণ তরে হীরা দাও নিতে,
কাজ নাই অঙ্গার খনিতে।

আজি মোর হয় অনুমান
জীবনের মাহেন্দ্র সময়,
পূর্ণ বুঝি সত্যের সন্ধান
হর্ষরব তাই বিশ্বময় ;

সবিতা সহায় যা'র,
সোম যা'র সহচর,
জ্ঞানাধার—প্রেমাধার—
একাধারে নারী আর নর,
পিতৃভাবে মন্ত্রের সাধন,
মাতৃভাবে সন্তাপ হরণ।

এক নেত্র সুতীব্র উদাস,
আর নেত্র আর্দ্র স্নেহনীরে,
একাঙ্গে বিরাজে কৃত্তিবাস,
বধূ-বেশ আর অঙ্গ ঘিরে;
একে দণ্ড, কমণ্ডলু,
শ্রুতি আর পুঁথিভার;
আরে লাজ স্বর্ণবালু
শমীপত্র আর ঘৃত ধার;—
মেঘাশ্রিত নিদাঘের সাঁঝ;
ক্ষম সোম—মত্ত আমি আজ।

কালের কাহিনী আছে যত
আর যত কথা কালিকার,
সে সকল আজিকার মত
দাও সোম ক'রে নদী পার,

বিস্মৃতির বৈতরণী—
তা'র বড় কাল জল,
—মৃত্যুর তামসী খনি
য'ার কাছে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল,—
সে নিবিড় বিস্মৃতির জলে,
কালের কাহিনী দাও ফেলে।

আজি শুধু সত্য বর্ত্তমান,
আজি শুধু প্রেমের বেসাতি,
প্রাণ ল'য়ে কিবা দিবে দান?
বল, আজ গণিব না ক্ষতি;
প্রথম বেলায় ওগো
তুলোনা বচসা আর,
দিব সে—যা' তুমি মাগ'
মুখ আর ক'র নাক' ভার;
কথা রাখ, দোহাই তোমার,
হাটে হাটে ঘুরায়োনা আর।

জ্যোৎস্না হাসে, শীতোষ্ণা যামিনী,
অন্তর্বায়ু কাঁপিছে জাহ্নবী.
ধ্যানরতা মুগ্ধা সন্ন্যাসিনী
যোগেন্দ্রের যোগ্য নারীচ্ছবি!

বালতরু বসন্তের
পল্লবে অঙ্কিত শাখা,—
সংমিলিত ভুজঙ্গের
পুচ্ছ যেন শেহালায় মাখা ;
কুশভূমে জিহ্বা খান্ খান্,
চুরি ক'রে স্বর্গ-সুধা পান !

সংখ্যাতীত জোনাকীর মত
জলে স্ফুরে আলোকের ঝাঁক,
বিশ্বকর্ম্মা আজি যেন স্বতঃ
তারার চড়ায়ে দেছে পাক ;
ফুটে উঠে, ডুবে যায়,
ফুটে ওঠে আরবার,
ভেসে ওঠে, হেসে চায়
একেবারে হাজার হাজার !
মালা গলে ঢেউ নাচে ছুলে,
চুপি সাড়ে পড়ে এসে কূলে।

বকুল দলিয়া কেবা যায় ?
বাতাসে আসিছে গন্ধ তা'র ;
এ পথে নিশীথে কে গো, হায়,
কোন্ গোপী করে অভিসার ?

হোমশিখা।

কোন্ বনে বাজে বাঁশী,
কোন্ গানে মজে প্রাণ,
কা'র মুখে ফুটে হাসি,
কা'র মুখ ভয়ে পরিম্লান,
কই রাই—কই সে কানাই ?
বল সোম, বল মোরে তাই।

তা'দের বাঁশীর শুনি স্থর,
গায়ে লাগে তা'দেরি বাতাস,
বনমালে সৌরভ প্রচুর,
মনে জাগে তা'দেরি তিয়াষ ;
সকলি রয়েছে, হায়,
তা'দেরি সে দেখা নাই,
দিন গেছে—নিশি যায়,
কোথা রাই—কোথায় কানাই ?
এই ছিলে কোথা গেলে ভাই,
আর কেন দেখা নাহি পাই ?

বসুন্ধরা যখন কিশোরী-
এসেছিল নবীন কিশোর,
স্বরগের প্রেম বুকে ধরি,
ধরণীর লাবণ্যে বিভোর ;

তুমি জান সোমরায়
তুমি ত' জান সে সব,
অনুষ্ঠিত এ ধরায়
হ'ল যবে স্বর্গের উৎসব,—
এল যবে কিশোরী কিশোর,
রূপে—মোহে—প্রেমে হ'য়ে ভোর।

জগতের প্রথম প্রেমিক,
মুগ্ধ মূক রূপে সে তন্ময়,
প্রিয়া মুখে চাহে অনিমিখ্,—
লজ্জা, ভয়, কখন' বিস্ময়;
কত পথে কত মতে
দিনমান কেটে যায়,
বিশ্ব ডুবে তমঃ স্রোতে
প্রিয়ায় দেখিতে নাহি পায়;
আচম্বিতে তুমি সোমরায়,
প্রেমিকের হইলে সহায়!

শৈলমূলে নদীকূলে কিবা
ঘুম যায় প্রেমের প্রতিমা,
অঙ্গে অঙ্গে চন্দ্রিকার বিভা
কিশোরীর বাড়ায় মহিমা;

হোমশিখা।

অলপ বয়সী বালা
অসীম রূপের খনি,
ভূলুণ্ঠিত যূথীমালা
প্রতি অঙ্গ ফুলের গাঁথনি ;
প্রেমিকের হে চির সহায়,
তুমি যেন জাগা'য়োনা তা'য়।

আঁখি চাহে সুপ্ত আঁখি 'পরে,
সুপ্তশ্বাসে জাগ্রত মিশায়,
মন কাঁদে সুপ্ত মন তরে
প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ চায় ;
অলক উড়িয়া পড়ে
চোখের উপরে ওই,
আলো পড়ে,—ছায়া নড়ে,
দেখিবার কি আছে এ বই ?
অকস্মাৎ বিদ্ধ যেন বাণে,
ধায় যুবা কাতর পরাণে !

সারা দিনমান করি' ক্ষয়,
নিশি আনে মাহেন্দ্র সুযোগ,
সোম, সোম, কি আনন্দময়,
নয়নের মনের সম্ভোগ ;

রূপ মাঝে মোহ বীজ,—
স্বর্ণকোষে প্রেমাঙ্কুর,
মধু! সোম! মনসিজ!
দেহ সবে আনন্দ প্রচুর,
গণ্ডূষে শুষিব সুধা সব,
সোম, সোম—আজি মধূৎসব।

দিনে, দিনে, মিলন মধুর,
পুষ্ট কলা তুমি দিনে দিনে,—
পূর্ণিমায় ক্ষীর-ভারাতুর—
উপমিত—গর্ব্বিণীর স্তনে;
তারপর অবসাদ,
দূরে দূরে প্রতিদিন,
সফলার পতি সাধ
কে না জানে—নিত্য হয় ক্ষীণ;
হায় সোম, দীর্ঘ বিভাবরী
জাগে যুবা পূর্ব্ব কথা স্মরি'।

সেই দেখা—সেই চেয়ে থাকা,
কাছে কাছে থাকিবার সাধ,
তরুতলে ঘুমঘোরে ডাকা,
ছেলেখেলা মধুর বিবাদ,

করে করি' কর-রোধ,
আবেগ সহস্র গুণ,
বালিকার কিবা বোধ ?
তবু নারী স্বভাবে নিপুণ !
তোলাপাড়া এই সারারাত,
বারেক না মুদে আঁখিপাত।

শাখে শাখে পাকে বীজকোষ,
লঘু তুলা বাতাসে উড়ায়,
স্মৃতি ল'য়ে যাহার সন্তোষ
ভোলা কথা যত্নে সে কুড়ায়,
সেই নিশি পূর্ণিমার,
সেই সোম কান্তিমান্ ;—
লূতাজাল ভাবনার
ছেয়ে ফেলে প্রশান্ত নয়ান।
ঝিঁঝি ডাকে—লাগে ঘুমঘোর,
হায় নিশি স্বপন-বিভোর।

স্বপনে স্বপনে কাটে রাত ;—
জীবনের আধেক স্বপন,
দিনরাত, ঘাত প্রতিঘাত,
আলো ছায়া—বেকত গোপন ;

আদিকাল হ'তে, আজ,
এল গেল কতদিন ;
কত ছবি, কত সাজ,
কত প্রেম আদি-অন্তহীন !
হে মায়াবী ! দিব্য-কলেবর !
প্রেম-সোম ! অক্ষয়-অমর !

দাও মোরে আজিকার মত
মনোমত সুন্দর স্বপন ;—
যা' কিছু রয়েছে অবিদিত,
যত কিছু আকাঙ্ক্ষার ধন ;
আমার সন্তাপ হর,
তীর্থ-বারি ঢালি' শিরে,
আমারে সম্রাট কর
স্বপনের অবাধ মন্দিরে,
জ্ঞানে যাহা হ'য়ে আছে বোঝা,
প্রেমের পরশে হ'ক সোজা ।

আশ্বিনের ঝটিকা সমান,
ভ্রষ্ট করে—নষ্ট করে সব
উন্মাদ শোকের অভিযান,
পরিণত ব্যসনে উৎসব ;

অর্থহীন অত্যাচার,
অক্ষুধায় রক্তপাত,—
কে বুঝাবে মর্ম্ম তা'র ?
কোন্ দ্বারে করিব আঘাত ?
জ্ঞান হেথা মানে পরাভব,
বুদ্ধি নারে বোঝাতে এ সব।

নাশে শোক উৎসাহ উদ্যম,
শক্তি যায়, সামর্থ্য ফুরায় ;
কাহার' না হ'লে মনোরম,
মন্ত্র—সাধা হ'য়ে উঠে দায় ;
কেহ যদি না শুনিল
বীণা সে ত' ভেঙেছেই,
কেহ যদি না মানিল
সে মানুষ থাকিয়াও নেই ;
বন্যা যদি মূল ফেলে ঢাকি',
আর বাসা বাঁধিবে কি পাখী ?

শোক যদি আসি' দেয় হানা,
মৃত্যু যদি হরে প্রিয়জন,
কাঁদিতে ক'র' না সোম মানা,
বলিওনা 'এমনি জীবন',

মত্তজনে তত্ত্বকথা
বৃথা হ'বে অপব্যয়,
ঔষধ বিহনে ব্যথা
ঘুচেনাক' শুধু ব্যবস্থায় ;
হারানিধি—ঔষধ অমোঘ,
এনে দাও—দূরে যাক্ রোগ।

এনে দিবে হারা-মরা-ধন
হেন জন পাব গো কোথায়,
আন সোম আনগো স্বপন—
স্বপ্ন জানে—তাহারা যেথায় !
কত কথা বলিবার
বাকী যে রয়েছে হায়,
আয় স্বপ্ন একবার
ল'য়ে চল তাহারা যেথায় ;
ওহে সোম ! স্বপন-দেবতা !
জান তুমি তাহাদের কথা।

এখনি—এখনি প্রাচীমূলে
দেখা দিবে তপন করাল,
কাঁটা সম কর্কশ আঙুলে
ছিন্ন করি' স্বপনের জাল ;

শত্রু মিত্র নিরন্তর
আনে বুদ্ধি, উপদেশ,
কাঁদিবার অবসর
দিবে না দিবে না বুঝি লেশ!
স্বপনে মিলন কর দান,
এস সোম—হ'য়োনা পাষাণ।

ক্ষণস্থায়ী শুক্ল প্রতিপদে
উদয়াস্ত না হয় নির্ণয়,
ক্রমে তনু বাড়ে পদে পদে,
পূর্ণিমায় সদা সমুদয়;
তেমনি, ক্ষণিক হায়
স্বপনে মিলন হ'ক,
মরণের পূর্ণিমায়
অনন্ত মিলনে যা'বে শোক।
মহাস্বপ্ন হ'বে এ জীবন,
মহানিদ্রা—হ'বে জাগরণ।

পৃথ্বী ডাকে "এস প্রিয় সোম!
এস কুন্দ-বরণ সুধীর!
দেখ মোর কণ্টকিত রোম,
শতস্তনে উচ্ছ্বসিত ক্ষীর;

যবে গ্রহণের কালে
দিনকর কোলে লয়,
রবিরে আবরি' ফেলে
এত রূপ ধরে সোমরায় ;
চাঁদ ছেলে মন্দ বলে লোকে,
মন জানে, দেখি যে কি চোখে।"

যবে তুমি সূর্য্যের সকাশে
গুপ্তভাবে সুপ্তভাবে রও,
অগ্রে চল তবু ভাগ্যবশে
দীপ্তিলাভে বঞ্চিত ত' নও ;
পলে পলে অগ্রসর,
তিলে তিলে দীপ্তি লাভ,
নিত্য নব কলেবর
নিত্য কত অভিনব ভাব ;—
অহরহ উন্নতি তোমার,
ক্ষয় শেষে উদয় আবার।

অচেনা নূতন কত মুখ
দেখিবে জগতে কালি সাঁঝে,
তা'দের প্রাণের দুঃখসুখ,
যে কথা বলেনা কা'রে লাজে—

তোমারে বলিবে সব,
তুমিও শুনিবে তাই,
তা'দের সে কলরব
কর্ণে তব পশিবে সদাই ;
তাদের' আনন্দ কর দান,
প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান।

প্রেম দিয়া পূর্ণ কর জ্ঞান,
কর সোম প্রাণের বিকাশ ;
জ্ঞান যদি হয় মুহ্যমান,
প্রেম দিয়া দিওহে আশ্বাস ;
পলে পলে আগুয়ান,
তিলে তিলে শক্তিলাভ,
নিত্য নব নব জ্ঞান,
নিত্য কত নবতর ভাব ;
নিত্য নব আনন্দ তুফান,
প্রেমে জ্ঞানে পূর্ণ হ'ক প্রাণ।

সর্ব্বংসহা।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

"————To be weak is miserable,
Doing or suffering." —Milton.

সর্ব্বংসহা।

শ্যামাঞ্চলা, সাগর-বসনা,
পদ্মগন্ধা, বন্দিতা ধরণী,
কান্তিময়ী, প্রসন্ন বদনা,
সর্ব্বংসহা, জীবের জননী,
ধাত্রী, ধেনু, মানবের প্রসূ সনাতনী!
ভুঞ্জ তুমি ভুঞ্জ অহরহ,
দেবতার পূর্ণ অনুগ্রহ!

সন্তানের শিরে রাখি' শির
মা শিখায় প্রণাম বালকে,
শিশু পুনঃ তুলি নিজ শির
মা'র শিরে প্রণমে পুলকে;
বসতি প্রসূতি সনে আনন্দ-গোলোকে!
তেমনি আমিও নমি তোরে,
শিশু সম আহ্লাদের ভরে।

অনিন্দিতা, বেদের বন্দিতা,
পৃথ্বী তুমি ছন্দে প্রকীর্ত্তিতা,
ঋষিদের আরাধ্যা দেবতা,
অর্ঘ্য ধর—হৃদয়ের কথা;
হে বিশ্ব-দেবতা! আজি শুন মোর গাথা;
শক্তি, প্রেম, জ্ঞানের নিধান
হ'ক্ যত মানবের প্রাণ।

শক্তির সুদৃঢ় সিংহাসনে
জ্ঞান প্রেম—রাজা আর রাণী,
বীর্য্যবান কেশরী বাহনে
জগন্মাতা ত্রিলোক পালিনী;
সূক্ষ্মশক্তি অধিষ্ঠিত স্থূলে চিরদিনই।
তুমি সেই দৃঢ় সিংহাসন,
সাধকের সাধের আসন।

মুখ্য লক্ষ্য জ্ঞান যে জনার,
প্রেম যা'র প্রাণের সাধনা,
শক্তি তা'র প্রধান নির্ভর,
ভয়াবহ শৌর্য্যে তা'র ঘৃণা;
স্থির নহে প্রেম, জ্ঞান, কভু শক্তি বিনা।
রাখিবার শক্তি যা'র নাই,
পাওয়া তা'র বিষম বালাই।

পৃথ্বী তুমি শক্তি স্বরূপিণী,
পূর্ণ কর ত্রিবিন্তা সাধন,
শৌর্য্য প্রেম জ্ঞেয়ানের খনি!
সিদ্ধিকাম সাধকের ধন!
নাহি ক্ষতি, হও যদি শ্মশান-আসন।
পোড়াহাড় অগ্নি বরিষণ,
সে ত'হ'বে অঙ্গের ভূষণ!

সংসার শ্মশান হয় যদি,
গৃধ্র, ফেরু, শিবার রোদন
বিশ্বে যদি উঠে নিরবধি,—
তবু র'বে অটুট সাধন,
তবু হ'বে শ্মশানে শক্তির উদ্বোধন!
বিভীষিকা দাঁড়ায় আসিয়া,
তাড়াইব হেলায় হাসিয়া!

দেহ শক্তি—শক্তি অবিনাশী,
দৃঢ় হ'ক এ বাহু যুগল,
'ন্যায়' যদি সত্য ভালবাসি
তবে যেন না হই বিকল—
করিবারে দুষ্কৃতের দুরাশা বিফল।
নহে বৃথা জীবে প্রেম, ন্যায়ে রুচি ছার,
দুর্ব্বলের আত্ম-গ্লানি সার।

যে শকতি অয়ি সর্ব্বংসহা !
জন্মাবধি ন্যস্ত প্রতি নরে,
দেবশক্তি—রাজশক্তি তাহা,
প্রতি নর সম্রাট অন্তরে।
অত্যাচারে তাই প্রাণ চাহে দলিবারে।
সে শক্তি অমর কর তুমি,
ধান্যে ধনে পরিপূর্ণা ভূমি !

সিংহী তুমি অয়ি সর্ব্বংসহা !
প্রতি নর সিংহের শাবক ;
খাদ্য, পেয়,—স্তন্য তব যাহা—
স্বাস্থ্য-বল-শৌর্য্য-নিয়ামক,
সঞ্চারি' শকতি সৃজে অন্তরে পাবক !
সে পাবক নিষ্কম্প নির্ম্মল,
আত্মতেজ নির্ভর অটল।

হে কঠিনা ! ডুবেছে যে কভু
সেই জানে মহিমা তোমার,
ভাসি ডুবি—যত বুঝি তবু,
পায়ে ভূমি ঠেকেনাক' আর,
দৃঢ়স্পর্শ—সুখস্পর্শ ঠাঁই দাঁড়াবার !
কঠিনা !—কে বলে তোরে হেয় ?
নির্ভর—কঠিন হওয়া শ্রেয়।

হে অচলা! ভূকম্প যে জন
কখন' করেছে অনুভব,
সেই বুঝে অচলের গুণ ;—
চরাচর দোলে যবে সব—
সিন্ধু সম ভূমি যবে আরম্ভে তাণ্ডব,
গৃহ, তরু মাতালের প্রায়
ট'লে যেন পড়ে গায় গায়!—

দীর্ণ দেশ বিষম জৃম্ভনে,
আর্ত্তনাদে পূরিত অম্বর ;
যদুবংশ দ্বারাবতী সনে,
ধনজনে পম্পাই নগর,—
হ'ল যবে কবলিত,—তোমারি জঠর
পুনঃ স্থান দিল তা' সবায়,
মৎস্য-নারী তুমি কিগো হায়?

তাহার'-অনেক যুগ আগে,
গঙ্গা সম কঠিন পরাণে,
(কোন্ শান্তনুর অনুরাগে,
কে বলিবে—কেবা তাহা জানে,)
গ্রাসিয়াছ আপনি গো—আপন সন্তানে।
অতিকায় মহাবলবান,—
তবু তোর তুষ্ট নহে প্রাণ!

ছিল শুধু পশুবলে বলী,
অপুষ্ট দুর্ব্বল ছিল মন,
তাই বুঝি অঞ্চলে ঢাকিলি
বক্ষে ল'য়ে করিতে যতন ?
গর্ব্ভে পুনঃ দিলি স্থান কাঙ্গারু মতন।
বলসার স্তন্য করি' পান,
কবে তা'রা পাবে পুনঃ প্রাণ ?

স্তরে স্তরে অন্তরে তোমার
এখন' যে তা'দের স্মিরিতি
হ'য়ে আছে, অঙ্গারের ভার ;
এখন' যে জাগিতেছে নিতি
মসীময় তাহাদের অপূর্ব্ব মূরতি ;—
কত জীব এবে অস্থিসার;
কত তরু, পল্লব-সম্ভার।

এই সব জীব অতিকায়
পৃথ্বী তোর প্রথম সন্তান ;
আর কি পা'বেনা তা'রা হায়
আর কি পাবে না তা'রা প্রাণ ?
নব তেজে মনোবলে হ'য়ে বলীয়ান ?
এই যে অঙ্গার-তরু সব,
জানিবে না আর মধুৎসব ?

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের মত
ধান্ত-ধনে চির পরিপূর
হও তুমি অক্ষয় অক্ষত ;
দেহ জীবে স্তন্য সুপ্রচুর ;
দেহ কান্তি, দেহ শক্তি, ক্লান্তি কর দূর।
মানবের কামধেনু তুমি,
বলময়ী ফলময়ী ভূমি !

যুগ্ম সন্ধ্যা হানিছে তোমারি
লঘু মেঘ-অঞ্চলে কুঙ্কুম,
সগন্ধ মৃন্ময় রেণু ধরি'
রচে রবি কিরণ-কুসুম !
হে ধরণী—বরণীয়া—মর্ত্তে কল্পদ্রুম।
ধূলি-পটে ফুটাও আলোক,
বরণের অনন্ত পুলক।

ধূলি বিনা রশ্মি সে নিস্ফল,
বিনা দেহে আত্মা সে অক্ষম,
স্থূল বিনা সূক্ষ্ম হীনবল,
শৌর্য্য বিনা উত্তম অধম,
শক্তি বিনা প্রেমে জ্ঞানে অশান্তি পরম ;
ত্রিশক্তি সে ত্রিমূর্ত্তি দেবতা,
জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে একতা।

মানুষ—মানুষ হ'ক ফিরে,
  প্রেমে, জ্ঞানে, শক্তিতে সমান ;—
কি প্রশান্ত, অতলান্ত তীরে,
  অর্ক-টীকা নীরে ভাসমান,
কি অস্তার্ক-সিন্ধুকূলে নিত্য তমস্নান্,
  দ্বীপে, দ্বীপে, দেশে দেশে নর—
  আত্মবলে করুক নির্ভর।

মানবের বিরাট সঙ্ঘাত
  এক দেহ হ'ক এক প্রাণ,
এক অঙ্গে বাজিলে আঘাত
  সর্ব্ব অঙ্গে পড়ে যেন টান,—
আঁখি ছুটে, বাহু উঠে হ'য়ে একতান ;
  একের সাধিতে পরিত্রাণ
  সবে যেন হয় এক প্রাণ।

অসিবর্ষ—এসিয়া বিপুল,
  উক্ষরূপী য়ুরোপ উদ্দাম,
উষ্ট্ররূপী আফ্রিকা অতুল,
  আমেরিকা বন-বৃষ নাম,—
কূর্ম্ম সম পৃষ্ঠে ধরি' কত পুরীগ্রাম,
  পুরে, গ্রামে লোক দলে দল ;
  ক্ষমতায় বহে অবিচল।

গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে,
সংখ্যাতীত কুটীর প্রাসাদ ;
গৃহে, গৃহে, লোক নাহি ধরে,
জনে, জনে,—প্রমোদ, প্রমাদ ;
বিশ্বময় উঠে এক অপূর্ব্ব নিনাদ !
নানাস্থর মিলে এক সাথে
কাণে এসে পশে প্রতিবাতে।

বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ
'সারেগম' একই বীণার ;
সৌম্য কবি, বীরেন্দ্র দুর্ম্মদ,
ভকতির—ভাজন—ঘৃণার ;
কি অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ মানব তোমার !
ভিন্ন স্থর এক বীণা 'পরে,
মিলে মিশে আনন্দে বিহরে !

ধর্ম্মনীতি, বীরের বিধান,
কত না আচার মনোহর—
নরমেধ, আত্ম-বলিদান,
আলিঙ্গন করে পরস্পর !
ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনে যেন বৃকোদর ;
লৌহ-ভীম গুঁড়া হ'য়ে যায়,
শোণিত উগারে রাজা, হায় !

কত বীর—কত ধর্ম্মবীর,
কত ঋষি,—কত শাস্ত্রকার,
কত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ধীর,
কত কবি কিঙ্কর আশার—
ভাঙিয়া গড়িছে কত অপূর্ব্ব সংসার!
বিফলতা, বিরোধের মাঝে
এ অখণ্ড সুর কোথা বাজে?

মানুষ সমান হ'বে নাকি
ধনে, মানে, শৌর্য্যে, প্রেমে, জ্ঞানে?
সে ছবি কি দেখিবে এ আঁখি?
একি মহাস্বপ্ন আজি প্রাণে!
বুঝায়ে দে—বুঝায়ে দে—অবোধ সন্তানে,—
সর্ব্বংসহা জননী আমার,
মৌন তুমি থেকনা মা আর।

ওই শোন যত মহাদেশে,
যত মহাসাগরের তীরে,
কাণাকাণি করিছে উল্লাসে,
'মুক্তি পা'বে মানব অচিরে!'—
দগ্ধ করি' বৈতরণী—বিস্মৃতির তীরে
লোকাচার—কুশ-পুত্তলিকা,
জ্বলিবে জ্ঞানের দীপ্ত শিখা!

কি বলিলি জননী আমার,
কম্পিত পুলকে মন প্রাণ,
"যে যা' বলে—যে যা' কহে আর—
কথায় দিয়োনা কা'রো কাণ,—
মানুষ আবার হ'বে সম্মানে সমান!
নতশির হ'বেরে উন্নত!
দূরে যা'বে যত মনঃক্ষত!"

শক্তি দাও ছিঁড়িব শৃঙ্খল,
সর্ব্বংসহা!—সহেছি অনেক!
দূর কর সর্ব্ব অমঙ্গল,—
দূর কর প্রভেদের ভেক;
মুক্তিজলে সর্ব্বজনে কর অভিষেক!
মুক্ত হ'ব শক্তি কর দান,
দুঃখ হ'তে কর পরিত্রাণ।

শক্তিময়ী! শক্তি কর দান,
মুক্তির দেহ মা অধিকার,
অনুকম্পা কিম্বা অবজ্ঞান
চাহি না মা চাহি না কাহার;
ঘরে পরে যোগ্যতা জানাবে পুনর্ব্বার
তবে যেন করি গিয়ে দাবী—
মানবের মহামুক্তি,—ভাবী!

৫

হে ধরণী! অশ্রান্ত-গমনা!
চির-স্থিরা—লোকে তোমা' জানে,
শব্দ নাই—আড়ম্বর কণা,
কার্য্য নিজ সাধিছ গোপনে,
ত্বরা নাই, শ্রান্তি নাই, এ শূন্য ভ্রমণে!
ত্বরাহীন কর তন্দ্রাহীন
শক্তির সঞ্চয়ে চিরদিন।

শক্তিময়ী! স্তন্য কর দান,
হ'ক প্রাণে বলের সঞ্চার;
মনে যত সংকল্প মহান্
কার্য্যে হ'ক পরিণতি তার,
প্রয়োগ ক্ষমতা মোরে দাও মা আমার!
অপ্রয়োগে মন্ত্র সে নিষ্ফল,
শৌর্য্য বিনা সকলি বিকল।

সর্ব্বংসহা জননী আমার,
সহগুণে মণ্ডিতা ধরণী,
ধৈর্য্যে বল কর মা সঞ্চার,
দুঃসহ কি সহে চিরদিনই?
নিভৃতে শিখা' মা বিদ্যা অসুর-নাশিনী;
নহে নষ্ট হয় প্রেম-যাগ,
দৈত্যে খায়—জ্ঞান-যজ্ঞ-ভাগ!

কর মোরে তোমার পূজারী,
হে ধরণী ! শক্তি স্বরূপিণী !
কর মোরে সৈনিক তোমারি,
নারীরূপা ! নিখিলের রাণী !
শুধু, পূর্ণ মহিমায় চাহিয়ো আপনি,
আজ্ঞা তব বুঝিব অমনি,
প্রাণপাতে পালিব তখনি।

প্রাণ—সে ত' তুচ্ছ অতিশয়,
স্থির মৃত্যু—জন্মেছে যে ভবে,
মৃত্যু সে ত' ফিরে পায় পায়,
মরণেরে কেন ভয় তবে ?
দুর্ভিক্ষে মরণ—মারী, ভূকম্প, আহবে,—
সর্পাঘাতে, অগ্নির উৎপাতে,
দস্যু হাতে কিম্বা বজ্রাঘাতে।

মৃত্যু যা'র চির সহচর
যোগ্য তা'র নহে মৃত্যুভয়,
বেদিয়া না ছাড়ে স্না নাহার,—
কালফণী সঙ্গে তা'র' রয়।
মিছে তবে—মিছে তবে মরণের ভয় ;
অবহেলে ডমরু বাজায়ে,
কালফণী ফিরিব নাচায়ে !

নির্ভর—নিজের ক্ষমতায়
কবে হ'বে, ধরণী, সবার ?
কতদিনে—কতদিনে, হায়,
হ'বে নর দেবতা আবার ?—
চৈতন্ত, সিদ্ধার্থ, কৃষ্ণ, রাম অবতার !
কতদিনে হ'বে পুনরায়
জ্ঞানে, প্রেমে, শৌর্য্যে সমন্বয় !

সর্ব্বংসহা ! সজ্ঞাত-কঠিনা !
নমোনমঃ জননী সবার,
কা'রে মোরা জানি তোমা' বিনা ?
দেহ, প্রাণ, সকলি তোমার।
তুমি সে সূতিকা গৃহ, ক্রীড়াভূমি আর,
ফুলশয্যা, বাসর শয়ান,
তুমি পুনঃ অন্তিমে শ্মশান !

শ্রান্ত তনু বালকের মত,
শয্যায় আশ্রয় লই যবে
অর্দ্ধরাতে,—বর্ত্তি নির্ব্বাপিত,
ঘুমে যবে অচেতন সবে,
তুমি মোর ঘুম দাও নয়ন-পল্লবে ;
কোলে ল'য়ে আহ্লাদে আকুল,
চোখে মুখে পড়ে কাল চুল।

অন্ধকারে তন্দ্রা আসে ঘিরে,
কত দেখি বিচিত্র স্বপন,
মনে হয় তোর দেহে ফিরে
দেহ মোর লীন হয় পুনঃ,—
তোর ক্ষেতে, গাঙে, মেঘে, এই তনু মন ;—
শস্যে মিশি কখন শিশুতে,
স্বপ্নময়ী বিচিত্র নিশীথে।

গন্ধ হ'য়ে রহি গো কুসুমে,
রস হ'য়ে বাস করি ফলে,
লঘু বাষ্প হ'য়ে মেঘে, ধূমে,
জ্যোতিরূপে বিদ্যুতে, অনলে,
শব্দরূপে পিক কণ্ঠে,—নির্ঝরের জলে।
তনু মন প্রাণ মিশে যায়,
একে একে পৃথ্বী তোর কায়!

তবু রহে জ্ঞেয়ান অমর,
তবু সেই আনন্দ সত্বার,
তবু সেই শক্তিতে নির্ভর—
যে নির্ভরে আনন্দ অপার,
অসীমে মিশেও সাড়া পাই আপনার ;
তোর মাঝে দেখি আপনায়,
সিন্ধু মাঝে বুদ্বুদ খেলায়!

সর্ব্বংসহা! অয়ি সর্ব্বংসহা!
নমস্তে ধরণী! নমস্কার,
একমুখে যায় না গো কহা
তাই মাতা বলি শতবার,—
মনস্কাম পূর্ণ কর আমা সবাকার;
পূর্ণ নর দেখা, মা আমার,
মরধামে দেব অবতার।

ঘরে ঘরে দেবের স্বভাব,—
জ্ঞানে প্রেমে শৌর্য্যে সমন্বয়;
ঘরে ঘরে সত্যের প্রভাব
একেশ্বর প্রভু যেন হয়;
শক্ত বাহু, মুক্তকণ্ঠ, উন্মুক্ত হৃদয়,
হয় যেন জননী সবার;
জনে জনে দেব অবতার।

ত্রিশক্তিতে পূর্ণ কর প্রাণ,
কর মাতা জনম সফল,
দেবত্ব মানবে কর দান,
স্তন্যে কর শরীর সবল,—
জ্ঞানে পুষ্ট, প্রেমে তুষ্ট, সজীব সচল;
শৌর্য্যে—কর প্রতিষ্ঠা সবার,
ত্রিপদ্ম-আসনে পুনর্ব্বার!

সমীর।

"————Be thou, spirit fierce,

My spirit! Be thou me, impetous one!"

—Shelley.

সমীর।

হে সমীর, প্রাণবায়ু, আয়ু-প্রদ তুমি,
বিশ্বে তুমি প্রাণের উপমা!
প্রশান্ত সুন্দর কভু প্রচণ্ড উন্মাদ!
কবি বিনা কেবা চিনে তোমা?
নিরূপিতে গতি তব,
কত চেষ্টা অভিনব,
সব তুমি করেছ নিষ্ফল!
হে লোচন-অগোচর! হে চির-চঞ্চল!

চন্দ্রলেখা তোমারে করি'ছে আলিঙ্গন,
আলিঙ্গিছে অরুণ কিরণ!
তাহাদের' প্রিয় তুমি, জীবন বল্লভ,
ওগো প্রিয়তম সমীরণ!
বিতরি' নিশ্বাস বায়ু,
পুনঃ বিহঙ্গের আয়ু—
ঝড়-রূপে কর তুমি নাশ!
কুসুম-বিকাশ ওহে বিটপীর ত্রাস!

হোমশিখা।

উড়াও আকাশে ছিন্ন মেঘের পতাকা,
ঢেকে ফেলে রবির প্রতাপ!
ভীম হুহুঙ্কার নাদে কাঁপে জল স্থল,
দর্পে কর চূর্ণ ইন্দ্রচাপ!
আবার সুধীর হ'য়ে,
খেল ঘরে ধূলি ল'য়ে,
ও চরিত্র কে বুঝিবে হায়!
কখন' চুমিছ ধূলি—কখন' তারায়!

এই তুমি করিতেছ মরণ-বিস্তার
গৃহে গৃহে মারী-বীজ দিয়া,
এই পুনঃ ফুটাইছ কুসুমের হাসি
জলে স্থলে গন্ধ বিথারিয়া!
মেরুপ্রান্তে যমরূপে,
নাসারন্ধ্রে, পশি' চুপে,
কণ্ঠ চাপি' রুধিছ নিশ্বাস!
চন্দন-পরশ পুনঃ মলয় বাতাস!

নবজাত শিশুর অন্তর-নীড়ে পশি'
কর তুমি সম্বন্ধ স্থাপন!
চির সহচর তুমি, তোমার বিরহে
অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন!

তুমি আত্মা, বিশ্বপ্রাণ,
কর মোরে কর দান
মহাপ্রাণ তোমার মতন ;
সদানন্দ, ছন্দকবি, প্রসন্ন পবন !

খেলাঘরে ধূলা খেলা, অনেক হয়েছে,
এইবার কর গৃহহীন ;
ঘূর্ণবায়ু সম প্রাণ গ্রহে গ্রহান্তরে
ছুটে যেতে চাহে অনুদিন !
বেদুইন মরুচর,—
তাহার' নাহিক' ঘর,
বাস তা'র উন্মুক্ত সমীরে !
চল সখা, পরশিব শশাঙ্ক মিহিরে !

রুদ্ধ বারি পলে পলে হ'তেছে পঙ্কিল,
রুদ্ধ বায়ু বিষ হ'য়ে উঠে !
অসহ্য এ অবরুদ্ধ নিষ্কর্ম্ম জীবন,
চল চল বাহিরিব ছুটে !
চল দেশ দেশান্তরে,
মেরুপ্রান্তে মরু 'পরে,
গৃহে প্রাণ রহিতে না চায় ;
তরু সম মরিব কি জন্ম-মৃত্তিকায় ?

বিহঙ্গ তোমারি প্রজা, তুমি জান তা'রা
কোন্ লোকে করে গো প্রয়াণ,
তোমারি কৃপায় তা'রা পথ না হারায়,
ফিরে আসে সুধা করি' পান।
হে বায়ু! বিমান-রাজ!
আমারে দেখাও আজ,
মহাশূন্যে যত আছে পথ!
হ'ব সহচর, পূর্ণ কর মনোরথ!

পাখীরা তোমার প্রজা আমিও তাহাই,
প্রাণ মোর পাখীর সমান;
পাখীরা শোনায় গান, আমিও শোনাব
বিশ্বপ্লাবী সঞ্জীবন গান!
কীচকের রন্ধ্রে পশি'
তুমি বাজাইলে বাঁশী
গাহি প্রেম, মান, অভিমান;
যুদ্ধ গা'ব, পাঞ্চজন্যে তোল' তুমি তান!

হে অরূপ, হে অবর্ণ, হে বর্ণনাতীত!
বিশ্ব ঘোষে তোমার মহিমা!
ভাগে ভোগ করে ধরা আলো' অন্ধকার;
তোমার রাজ্যের নাহি সীমা!

জ্ঞান, প্রেম, শক্তি যথা,—
তুলিতে না পারে মাথা,
তুলে শির উৎসাহ সেথায়!
যাহার স্বপক্ষে তুমি—তাহারি সে জয়।

বহ্নির আত্মীয় হ'য়ে দাবদাহ কালে,
ভস্মশেষ কর মহাবন!
তুমি সে বিরূপ হ'লে চক্ষের নিমেষে
নিবে যায় চণ্ড-হুতাশন!
তুমি তুষ্ট হ'লে পরে
কুসুম স্ফুরিয়া—করে
বিশ্বজনে আনন্দ প্রদান;
রুষ্ট হ'লে কোরকেই হয় অবসান।

ভাসিছে তোমার স্রোতে পুঞ্জদ্বীপ সম,
কত মেঘ—বৃষ্টি-বিন্দু-কারা;
মহাসিন্ধু হ'তে তুমি সিন্ধু মহত্তর,
অনন্তের অন্তহীন ধারা!
অনন্ত জীবন তুমি,
প্রাণের আবাস-ভূমি,
চিরন্তন আত্মার ভাণ্ডার!
আয়ুষ্কর! আয়ুহর! আয়ুর আধার!

বহিতেছ দুর্ব্বাসার শাপবাক্য তুমি,
বহিতেছ সীতার রোদন,
বহিতেছ রাবণের লালসার শ্বাস,
ভীমের সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ!
ভীষ্মের অটল বাণী,
শকুনির কাণাকাণি,
গান্ধারীর ক্ষুব্ধ হাহাকার!
তোমারে বিদীর্ণ করি' ছুটেছে চীৎকার!

বহ তুমি উচ্চ নীচ ক্ষুদ্র মহতের
অন্তরের সাগ্রহ প্রার্থনা,—
কিন্তু কোন্ দেশে হায়! কিন্তু সে কোথায়?
বল মোরে, শুনিতে বাসনা;
এই যে ক্রন্দন-ধ্বনি,
নিত্য আসিতেছ শুনি'
প্রতীকার কি করিছ হায়?
হৃদয় কি জেগে আছে মিথ্যা প্রতীক্ষায়!

দর্পহারী! ক্ষুদ্র তৃণ খেলে তোমা' সনে,
আয়ু তা'র নাহি লও কাড়ি'
কিন্তু যেই বৃক্ষ তোলে মস্তক গগনে,
ফেল তা'রে সমূলে উপাড়ি'!

যে পর্ব্বত চুমে নভঃ,
কঙ্কর-প্রহারে তব
দিন দিন হয় তা'র ক্ষয়।
প্রকাণ্ডে দলিয়া গাও সামান্যের জয়।

পরশ—পরশ-মণি তোমারি সে দান,
হে চন্দন-কানন-নিবাসী!
হাসিতে রোদনে সদা তুমি দাও তান,
বিশ্ব জুড়ি' বাজে তব বাঁশী!
বজ্রের দামামা কাড়া,
পাপিয়ার নৈশ সাড়া,
তোমারি বীণার ভিন্ন স্বর।
কর মোরে বজ্র দৃঢ়, সঙ্গীত মধুর!

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তুমি নাহি দহ'
এসে শুধু ধূলির সমীপে,—
তাহারি জ্বালায় জ্বলি' জ্বালার বারতা
আপনি প্রচার' সপ্তদ্বীপে!
আমিও একান্তে রহি'
দুঃখ অনায়াসে সহি,
কিন্তু হায় দুঃখীর ক্রন্দন
অসহ্য সে, তাই গানে করি সে ঘোষণ।

অসহ্য সে অক্ষমের 'পরে অত্যাচার ;
রাজ্যেশ্বর, পথের ভিখারী,—
সমান ন্যায়ের চোখে ; মানুষ সবাই ;
অধিকার সমান সবারি।
ওই কথা নিশিদিন
গাহিতেছে মনোবীণ্‌,
ওই কথা প্রচারি ভূতলে ;
আমি শুধু কঙ্কর প্রহারি গিরিদলে।

দংশকের আক্রমণে অস্থির কুঞ্জর,
ক্ষয় গিরি কঙ্কর আঘাতে,
ভেঙে পড়ে হর্ম্যচূড়া শব্দের সংঘাতে,
ক্ষয় শিলা বিন্দু বারি পাতে!
ক্ষুদ্র করে মহাকাজ,
ক্ষুদ্র দিতে পারে লাজ—
জ্ঞান বৃদ্ধ হ'য়ে প্রবীণেরে!
পরাজিল শিশু রাম প্রৌঢ় ভার্গবেরে!

ছাড় তবে তপ্তশ্বাস, প্রলয় বাতাস,
আমি সাথে ছুটাই আগুণ,
দাবানলে দগ্ধ হ'ক মিথ্যা-লোকাচার,
তুমি আমি আজি সমগুণ!

ভস্ম হ'বে বহু প্রাণী
হায়, তবু স্থির জানি—
সে ভস্মে উর্ব্বরা হ'বে ধরা ;
ঘুচিবে জঙ্গল, হ'বে শস্য-শ্যামা ত্বরা !

নববীজে আরম্ভিব বপন রোপণ,
নববীজ—সত্য অভিনব !
মানবের মহাসঙ্ঘ জাগি' সেই দিন
ভ্রাতৃভাবে মিলিবে রে সব !
জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে
সবাই মিলিবে এসে ;
বিরোধী পৃথক্ ইতিহাস—
হ'বে মাত্র পুরাতত্ত্ব—হ'বে পরিহাস।

সেই মহা-মিলনের দিনে সমীরণ !
হ'য়ো তুমি প্রসন্ন বাতাস ;
সে দিন আমার গান তোমা' সনে মিলি'
আকাশে তুলিবে কলহাস।
মোরে চিনিবে না তা'রা,
আমি কিন্তু আত্মহারা—
মিশে যা'ব তা'দের উল্লাসে !
স্তব্ধ র'বে আজি যা'রা ব্যস্ত উপহাসে।

হায় বায়ু, দর্পী তরু শুষ্ক পত্র ফেলি'
তোমারেও করে উপহাস!
কোথা রহে দর্প তা'র, সে রহে কোথায়
ছাড় যবে প্রচণ্ড নিশ্বাস!
ইচ্ছা করে তোমা সম
জন্ম পেতে, নিরুপম!
ঝড়ে ঝড়ে কাটাতে জীবন।
হ'ক সে শোভন কিবা হ'ক অশোভন!

কতদিন ফিরিব হে সংসারের মাঝে—
গণি' গণি' চরণ ফেলিয়া?
কতকাল যা'বে আর ভাবিয়া চিন্তিয়া—
ছেলেখেলা প্রত্যহ খেলিয়া?
বাঁচাই সকল দিক,
তবু সে হয়না ঠিক,
কিছুতেই নহি নিরাপদ;
বাঁশরী বাজাই সর্পশিরে রাখি' পদ!

সর্ব্ব স্বার্থ পণে কেনা মানুষের প্রেম
কার' ভাগ্যে হয় সে কপট!
যন্ত্রণা-মরণ পণে গর্ভের বহন,
পুত্রমুখ দর্শন দুর্ঘট!

সব নিরাপদে রেখে—
পেতে যাহা চাহে লোকে—
হায় তা'র মূল্য কিছু নাই!
যেথায় অমূল্য মণি ভুজঙ্গ সেথাই!

সর্ব্বত্যাগে ব্রাহ্মণত্ব, বিদিত সংসারে,
রাজত্ব সে জীবন সঙ্কটে!
বাণিজ্যে সর্ব্বস্ব পণ,—মূলমন্ত্র হায়,
নিরাপদে কোন্ শুভ ঘটে?
অনেক কণ্টক মাঝে
একটি কমল রাজে,
অনেক অশুভ মাঝে শুভ।
অনেক হারাতে হয়—পেতে হ'লে ধ্রুব।

হে সমীর, হে অধীর, হে শান্ত মলয়,
কর মোরে তোমার সমান;
মানব-মুকুল যেন আমার ভাষায়
ফুটে ওঠে লভি' নব প্রাণ।
আমার এ গানে পুনঃ
সকল বন্ধন যেন
ছিঁড়ে উড়ে বিশ্ব ছেড়ে যায়,—
বিরাট মানব জাতি মিলে পুনরায়।

'জীবন' কাহারে বলে, শিখাও সমীর,
শিখাও হে 'বাঁচা' কা'রে বলে ;
নিত্যমুক্ত মানুষ না জড় হ'য়ে পড়ে,
সূক্ষ্ম অতি লাভ ক্ষতি গণনার ফলে।
গাওহে উৎসাহ গান,
পূর্ণ করি' তোল' প্রাণ
অভিনব শুভ মন্ত্রণায়,—
মানুষ মানুষ যাহে হয় পুনরায়।

হে সমীর! প্রবেশিয়া সম্রাটের বুকে,
জন্মিয়াছ উচ্চ-আশা হ'য়ে ;
দরিদ্রের বুকে পশি' দীর্ঘশ্বাস-রূপে
বাহির হ'য়েছ বহ্নি ল'য়ে ;
আমার মরম মাঝ
যে লেখা দেখিলে আজ
বিশ্বে তা'র কর হে প্রচার,—
সকল বন্ধন হারা আনন্দ অপার!

আজি হ'তে যে করিবে নিশ্বাস-গ্রহণ
সেই সে করিবে অনুভব—
হে বায়ু, তোমার সনে আমার বুকের
যত কথা, যত সুর—সব!

সে কভু ভুলিবে না হে—
আমার প্রাণের দাহে,—
আমাদের উৎসাহ বচন ;
চাহিবে মানব পানে উজ্জ্বল লোচন !

আবেগের স্রোতে নব ভাবের প্রবাহে
ভেসে যা'বে ত্বরিতে পরাণ,—
নূতন আনন্দ-লোকে, ওহে সমীরণ !
শুনিবে সে আনন্দের গান।
চকিতে দেখিবে চেয়ে,—
সমস্ত জগৎ ছেয়ে
আনন্দে, ধরিয়া হাতে হাত,
গাহিছে মিলন-গীতি মানব-সঙ্ঘাত !

সে দিন কোথায় আমি রহিব জানি না,
তুমি র'বে এমনি সমীর !
হয় ত' পড়িবে মনে আমার এ গান,
ভুলে যাবে হয় ত' অধীর !
যুগে যুগে গান করি'
কত পাখী গেছে মরি' ;
আজ পুনঃ শুনি' কলতান,
মনে কি পড়ে না হায় তাহাদের গান ?

আমি জানি কোন' কথা ভুল না হে তুমি—
হারাণ' কথার তুমি খনি!
যৌবনের তাপে তাই তপ্ত হ'য়ে ওঠ—
পিককণ্ঠ শুন গো যখনি!—
যখনি বসন্ত প্রাতে
কোকিল সঙ্গীতে মাতে,
ফুল কলি আঁখি তুলি' চায়;
আমি দেখিয়াছি সব ঢেঁক'না আমায়!

হে সমীর! তোল তবে উৎসাহের তান,
বিশ্ব যেন রহে সচেতন!
আমিও তোমার সনে গা'ব সমস্বরে,
যতদিন না আসে মরণ।
আমি গেলে—দেখ' দেখ'
এ গান জাগায়ে রেখ'—
মিলনের সঙ্গীত মহান্!
নবোৎসাহ সঞ্চারিয়া—দিয়ো নব প্রাণ!

যে আছে প্রেমিক, ওগো, যেবা জ্ঞানবান,
শক্তিমান যে আছে ধরায়,
তাহারে শোনাও, বায়ু, এ মহা-সঙ্গীত,
মহোৎসাহে মাতাও ত্বরায়!

শোনাও সকল লোকে,—
অন্ধ, দীন, পঙ্গু, মূকে,—
যন্ত্রণার অবসান গান!
মহোৎসাহ-মহোৎসবে পূর্ণ কর প্রাণ!

সিন্ধু।

"—Boundless, endless, and sublime—
The image of Eternity—the throne
Of the Invisible."

——Byron.

সিন্ধু।

হে রহস্য-নিকেতন! সিন্ধু সুমহান্!
হে ভাস্কর-করোজ্জ্বল জল!
পরিয়া হিরণ্য দ্রাপি বিরাট শরীরে,
কর গান আনন্দ বিহ্বল!
অতলান্ত, নিত্যতমঃ,
গূঢ় তুমি মৃত্যু সম,
ইহলোকে পরলোক তুমি!
হে সমুদ্র! অদ্ভুতের নিত্য-লীলাভূমি!

ছায়া সম—স্বপ্নোপম প্রজাগণ তব
চিরকাল নিঃশব্দ নির্ব্বাক!
জল-গুল্ম ধরে, মরি, সচল-স্বভাব
রাজ্যে তব,—অবাক, অবাক!
অসিচঞ্চু কেহ হায়,
কেহ চলে অষ্টপায়,
একাধারে ধরে নানা রস!
স্বচ্ছ-সুপিচ্ছিল তনু তরুণ-পরশ!

চরণে নিশ্বাস ল'য়ে প্রাণ ধরে কেহ,
স্ত্রীপুরুষ কেহ এক দেহে,
নিজ দেহ কাটি' কেহ খণ্ডে খণ্ডে বাঁচে,
বহু একে পার্থক্য না রহে!
কোন জীব আঁতে দাঁতে,
—মুখে না, চিবায় আঁতে!—
ঘুচালে হে লিঙ্গ ও বচন!
ঘুচালে সহজ জ্ঞান—গেল ব্যাকরণ!

মক্ষিলতা—লতা হ'য়ে গ্রাসে মক্ষিকায়!
রক্ত শ্বেত প্রবাল পঞ্জর—
ধরে কিবা গুল্ম শোভা নয়ন রঞ্জন
ছিদ্র-ঘন মনোজ্ঞ-সুন্দর!
অপূর্ব্ব শম্বুক চয়,
কপর্দ্দ কঙ্কালময়,
শোভে তটে যেন অট্টহাস!
নিঃশব্দে শিখিছে শঙ্খ সঙ্গীত উদাস!

সচল দ্বীপের মত যোজন যুড়িয়া,
চলে তিমি শৈবালে চর্চ্চিত!
রাজশঙ্খ—অঙ্গে অঙ্গে রামধনু আভা;
মুক্তা-প্রসূ—ত্রিলোক বাঞ্ছিত!

বরুণ—আসে না আর,
পান-পাত্র আজ' তা'র
আছে পড়ি' আলয়ে তোমার!
রতির বীজন-বৃন্ত সৃষ্টি চারুতার!

কতদিন সন্ধ্যারাতে দক্ষিণ পবনে,
পেয়েছি হে তব আলিঙ্গন!
টেনেছে মরণ-টানে পরাণ আমার
তব গান,—ভৈরবে মোহন!
উদয়াস্ত রবিচ্ছটা,
প্রলয় মেঘের ঘটা,
সব সাজে সাগর তোমায়!
দিবসের তীব্র আলো, তমিস্র নিশায়!

প্রশান্ত যখন তুমি, অন্তরে তখন'
জাগে ভয় দেখিয়া তোমায়!
ক্ষুব্ধ যবে ঝটিকায়, সুন্দর তখন,
তখন তোমায় প্রাণ চায়!
কি এক মোহের টানে
ধায় প্রাণ তোমা পানে
লালসা, কামনা, অনুরাগে!
জাগেনা মরণ-কথা, ভয় নাহি লাগে!

কত সুরে, কত ছলে, ডাক গো আমায়,
রাত্রিদিন প্রভাত সন্ধ্যায়!
মন্দ আন্দোলিত তব ওই বক্ষঃস্থল
নিশিদিন পরাণ লোভায়!
ওই—ওই কলহাসি,
বাজায় ব্যাকুল বাঁশী,
টানে প্রাণ অকূলের পানে!
শয্যা ত্যজি' উঠিয়াছি মুগ্ধ ওই গানে!

ডাক গো আবার ডাক মহামন্ত্র রবে,
শোনাও মরণ ভোলা গান!
নিথর নক্ষত্রমালা ডুবিবার আগে
আমারে মিলন কর দান।
আঁধার মাথায় ল'য়ে
কাহারা চলেছে বেয়ে?
ঢেউ মাঝে তরণী মিলায়!
তুমি জান' কোন্ পথে তা'রা আসে যায়!

জাগিছে শৃঙ্খলাহীন মগ্ন-গিরি-শির,
তমঃশিলা ক্ষয় তিলে তিলে;
ডুবে জাগে শতবার ফেনিল লহরে
বালুচর অকূল সলিলে।

তরী ল'য়ে যা'রা যায়
পথ তা'রে কে চিনায় ?
যদি তা'রা ডুবে এ পাথারে ?
তা'রা কি মরণ ভুলে ভেসেছে সাগরে ?

হে সিন্ধু ! আমিও আজি মরণ বিস্মৃত !
কেবা আমি ধরণীর মাঝে ?
পৃথ্বীদেহে অতি ক্ষুদ্র রক্তশোষী কীট,
এ জীবন লাগিবে কি কাজে !
তাই আসিয়াছি আজ
ঘুচা'তে সকল লাজ
ঝাঁপ দিতে তরঙ্গ মাঝারে,
মহাপ্রাণে মিশাইতে ক্ষুদ্র এ—আমারে।

সচল পর্ব্বত সম ঢেউ আসে ছুটে,—
এখনি কি পড়িবে আছাড়ি' ?
কিবা সে প্রকাণ্ডতর ঢেউয়ে যাবে মিশে
দিবে শেষ জলস্থল নাড়ি' ?
মরিব ঢেউয়েরি সনে,
লক্ষ ঢেউ যেই ক্ষণে—
এক হ'য়ে—হ'য়ে সুমহত—
ভাঙ্গিয়া পড়িবে শেষে গলায়ে পর্ব্বত।

ঘুচে যাবে ব্যবধান, বাধা ও বন্ধন,
সপ্ত সিন্ধু মিলিবে আবার!
কোলাকুলি হ'বে পুনঃ লহরে লহরে,—
আজ নাহি পরিচয় যা'র।
সাজিয়া কিরণ বাসে
অপ্সর শিশুর হাসে
পূর্ণ হ'য়ে যা'বে চরাচর!
এক হ'বে কৃষ্ণ, পীত, তুষার সাগর।

প্রাণের সে রাজ্য হ'বে, ভাবের সংসার,
শক্তি প্রেম জ্ঞানের মিলনে;
বহিবে উৎসাহ-বায়ু জাগায়ে ভুবন,
হর্ষ রবে জীবনে মরণে।
সোম হবে স্নিগ্ধতর,
সবিতা উজ্জ্বল আর',
চিরশ্যামা সর্ব্বংসহা ধরা,
সমীরণ অনুকূল, সিন্ধু মুক্তি-ধারা!

ব'সে আছি সে দিনের পথ চেয়ে হায়,
দিন যায়, জীবন ফুরায়;
দেশান্তের পান্থ পাখী দেশ ছেড়ে যায়,
তুমি জান' কেন সে পলায়।

মোরেও লইয়া যাও,
মোরেও দেখায়ে দাও,—
আনন্দের চির নিকেতন ;
শান্তির প্রদীপ যেথা মঙ্গল-কেতন।

হে সাগর আজি তব স্নিগ্ধ উপকূলে,
দেখিনু যে অপূর্ব্ব স্বপন,
সে কি সত্য হ'বে কভু হ'বে কি সফল ?
কহ মোর জীবন-মরণ !
এই যে চিত্রের মেলা,
এই যে ঢেউয়ের খেলা,
ইহা কি হ'বে না চিরন্তন ?
চিরদিন ব্যথা র'বে—রহিবে ক্রন্দন ?

ফুকারি' সমুদ্র-পাখী উঠে যে কাঁদিয়া !
পরক্ষণে হাসে হাহাস্বরে !
একি হায় দৈব বাণী—বল রত্নাকর,—
প্রত্যয় না হয় শকুন্তেরে।
মন গাহে ভিন্ন গান,
সে কহিছে অবসান—
একদিন হ'বে বন্ধনের !
এ জগৎ কেবলি ত' নহে অশুভের।

অশুভের রাজ্য এবে, ভুল নাহি তা'য়
অধিকার চিরস্থায়ী কা'র ?
শুভশক্তি আজিও যুঝিছে প্রাণ পণে
এক দিন জয় হ'বে তা'র !
তখন ঘুচিবে ভেদ,
ঘুচিবে সকল খেদ,
সেই দিন এ বিশ্ব-ভুবনে—
মরণে ফলিবে শুভ, মঙ্গল জীবনে !

জীবন মরণ—হ'বে দিবা বিভাবরী,
নাহি র'বে বিরক্তি সংশয় !
পূজ্য হ'বে মনুষ্যত্ব সকলের আগে,
মান্য হ'বে মানব-হৃদয় !
জীবনে ফলিবে শুভ,
মরণে মিলিবে ধ্রুব,
হবে নর বিরাট-মানব !
জলের মিলনে যথা সিন্ধুর উদ্ভব।

যে জলে করেছে কেলি কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন,
ল'য়ে শত সহস্র অঙ্গনা !
যে জলে রক্তাক্ত করি' দিয়েছে তৈমুর,
যে জলে জানকী নিমগনা,

যে জলে যুগান্ত ধ'রে
পূজার্চ্চনা করে নরে
সকলি এসেছে তব ঠাঁই,
মলে এক হ'য়ে গেছে, ভেদ আর নাই।

হে সিন্ধু! গর্জ্জন গান গাহ পুনর্ব্বার,
গুহাতলে তুলি' প্রতিধ্বনি;
ধ্বংস করি' বাধাবিঘ্ন, বিদারি' পর্ব্বত
গাহ পুনঃ লক্ষ কণ্ঠে,—শুনি!
কহ মহা-কূর্ম্ম-বরে—
"সহিছ কেমন ক'রে,—
বহিছ দুষ্কৃত পৃষ্ঠোপরে?
ঘুচাও ধরার ভার, নাশ' অধর্ম্মেরে!"

ওই—ওই ভেসে যায় দণ্ড সুবিশাল,
বারম্বার ডুবিয়া ভাসিয়া,
ওকি ভগ্নশেষ কোন' অর্ণব-যানের?
কা'র ভাগ্য ফেলিলে গ্রাসিয়া?
ল'য়ে রত্ন ল'য়ে প্রাণ,
ফিরায়ে করি'ছ দান—
ভগ্নতরী—শব উগারিয়া?
ফেলিতেছ ভুক্তশেষ কূলে আছাড়িয়া?

হোমশিখা।

হে সমুদ্র! হে বিচিত্র! হে সংসার-রূপী!
ঘুচাও হে আমার সংশয়;—
ওই যে তরঙ্গ তব উঠে আস্ফালিয়া,
হে অনন্ত! ওকি ফণাচয়?
কেবল—কেবল বিষ—
উগারিছ অহর্নিশ?
মন্দ ভাল দুই নাশ' ক্রূর!
হে সমুদ্র! হে সংসার! হে সর্প নিষ্ঠুর!

চিরকাল রহিবে কি বিচিত্র কেবল—
শতকণ্ঠে শতভাষা কহি'?
শত পথে শতমতে হট্টগোল তুলি'
ভ্রমিবে অদ্ভুত বোঝা বহি'?
তরঙ্গে তরঙ্গ হানি'
জাতি-সূত্র নাহি মানি'
কেবলি কলহে হ'বে চূর?
হে সমুদ্র! হে সংসার! হায় সর্প ক্রূর!

তোমায় মথিব পুনঃ সুরাসুরে মিলি'—
হে সমুদ্র! হে বিশ্বসংসার!
অমৃত ছানিয়া ল'ব বিষ-সিন্ধু হ'তে,—
মিল শুধু হ'ক একবার!

হাঙ্গর কুম্ভীর মাঝে
আমি জানি রত্ন আছে,
তমোময়! হে রহস্যময়!
পুরাতনে ভাঙি', গাও, নূতনের জয়।

পুরাতনে চূর্ণ করি' ডুবাও সলিলে,
বহুদিন খর সূর্য্যতাপে—
দহিছে সে;—স্থান তা'রে দাও নিজ বুকে,
দহিছে অন্যায়-মহাপাপে!
নূতন ন্যায়ের দেশ—
গড়' তুমি, ঊর্ম্মি-কেশ!
সেথা পুনঃ দেখিলে অন্যায়,—
ভেঙে দিও—ডুবাইও—প্রচণ্ড বন্যায়।

আজি বিশ্বে বিতরিছে দক্ষিণ পবন
পুষ্পগন্ধি ধরার নিশ্বাস;
দূর দেশ হ'তে যা'রা আসিছে বাহিয়া,—
শ্রান্ত প্রাণে লভিল আশ্বাস!
মজ্জমান ভগ্ন-পোতে
অসহ্য লবণ স্রোতে
লভি' যেন সলিল সুস্বাদ—
নাবিকের মন লভে কূলের সংবাদ!

হোমশিখা।

আজি এই বালুচরে বসিয়া একাকী,—
আজি এই দক্ষিণ পবনে,—
অতি দূর—গ্রহান্তর হ'তে মৃদুগান—
পশে আসি' আমার শ্রবণে!
ওগো ভিন্ন গ্রহবাসী!
কি গান গাহিছ বসি'—
তোমাদের সমুদ্রের তীরে?
ডাকিছ কি আমাদের? বল', শুনি ফিরে!

হে সাগর! রশ্মি-রেখা নাচিছে হাসিয়া!
হাসিতেছ তুমি কলস্বরে!
কি যেন গোপন আজি রাখ মোর কাছে!
যেন তাহা বলিবে না মোরে!
ঊর্ম্মি করে কাণাকাণি,
গ্রহে গ্রহে জানাজানি,
কেন শুধু আমায় গোপন!
বল', বল', জাগরণে ক'র' না স্বপন।

হাসিয়া লুকাতে কেন চাহ্ বারবার,—
ফুটে উঠে ফেন-শুভ্র-হাস!
মঙ্গল-বারতা তুমি পেয়েছ নিশ্চয়,—
মিলনের মহান্ আশ্বাস!

কখন্ বর্ষণ ছলে—
ত্রিলোকের সন্ধি স্থলে—
ক্ষণপ্রভা বলেছে তোমায়,
বৃষ্টি বিন্দু—কলস্বরে সায় দেছে তা'য় !

দেশে দেশান্তরে মিল যুগে যুগান্তরে !
অন্তরের অনন্ত মিলন !
লোকে লোকান্তরে মিল গ্রহে গ্রহান্তরে !
গাহ সিন্ধু সঙ্গীত নূতন !
অচেত চেতনে মিল !
জীবনে মরণে মিল !
জন্মে জন্মান্তরে সম্মিলন !
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু ! করহ ঘোষণ !

স্বর্ণগর্ভ।

"मातर्मेदिनि तात मारुत सखे तेज सुवन्धो जल
भ्रातर्व्योम निवद्ध एष भवतामन्त्य: प्रणामाञ्जलि: ।
युष्मत् सङ्ग वशोपजात सुकृतोद्रेक स्फुरन्निर्म्मल
ज्ञानापास्त समस्त मोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ॥"

স্বর্ণগর্ভ।

—*—

হে অসীম! স্বর্ণগর্ভ ব্যোম!
হে বিরাট! ব্রহ্মাণ্ড-উদর!
কুক্ষিতলে লক্ষ সূর্য্য সোম,—
তবু তুমি তমঃ কলেবর!
কোথা আদি কোথা শেষ—
কই তব কাল দেশ?
বিশ্বাধার! অচ্যুত! অক্ষয়!
গুণহীন গুণের নিলয়!

কোথায় অসংখ্য তারা জ্বলে?
অনাদি অনন্ত অন্ধকারে!
কোথায় হাজার ভেলা চলে?
অকূল অতল পারাবারে!
নিশীথে প্রান্তর দেশে
ধূনী জেলে আছি ব'সে;
রশ্মিছত্র বেড়ে উঠে যত—
আঁধার-চত্বর বাড়ে তত!

হা অনন্ত আঁধারের গ্রাস!
হা আলো—খেলানা আঁধারের;
অসত্যের মাঝে করি' বাস,
হায় হায় কি হ'বে সত্যের!
গ্রহ, রাশি, সূর্য্য, সোম,
জ্যোতির্ম্ময় তারাস্তোম,
কতটুকু এনেছে জীবন?
কতটুকু আলোক স্পন্দন?

অপরূপ! স্বরূপ তোমার
তিন লোকে কে পারে বর্ণিতে?
নাহি পাই স্পর্শ সুষমার,
নাহি পাই মাধুরী ভুঞ্জিতে;
বর্ণের বিকাশ নাই,
গন্ধের বিলাস নাই,
নাই নাই সঙ্গীত ঝঙ্কার;—
মুগ্ধ তবু অন্তর আমার!

তবু সে উদ্গ্রীব হ'য়ে আছি—
মনে প্রাণে স্বস্তি আর নাই,
অন্ধকারে হ'য়ে কাছাকাছি
সারারাত ব'সে আছি তাই;

তুমি আছ আমি আছি ;
জানিতে পাইলে বাঁচি—
মোদের সম্বন্ধ চিরন্তন,—
পুরাতনে নিয়ত নূতন !

একি মোহ ? এ কি ইন্দ্রজাল ?
মায়াধর—প্রাচীন সংস্কার ?
তা'রি ভাবে দেখি কি খেয়াল—
মূর্ত্তি ধ রে আসে বাক্য তা'র ?
স্বপনেরে সত্য ভাবি'
পরিচয় করি দাবী ?
মিথ্যা করি মনেরে পীড়ন ?
একি ব্যঙ্গ ? হায় মুগ্ধ মন !

নয়ন মেনেছে পরাজয়,
ঊর্দ্ধবাহু ব্যর্থতা প্রচারে ;
তবু মোর সদা মনে হয়
একেবারে ডুবিনি পাথারে।
কৌতূহলে করি' সাথী
কাটাই তিমির রাতি ;
যে তিমিরে সুদূর তপনে,
খদ্যোত বলিয়া ভ্রম মনে।

এ তিমিরে নাহি ধ্রুব, রবি,
কেহ নাই কিছু নাই হায়!
করমে আনন্দ বড় লভি'
ভেসেছি গো শুধু সে আশায়!
দোহদ-ব্যথার মত
দুর্লভের মোহ যত
আকুল করিল প্রাণমন,
তাই ডালি দিনু এ জীবন।

নিজেরে বিপন্ন করি' নিজে!
সেই এক আনন্দ নূতন!
পুনঃ বাঁচি' হর্ষ তাহে কি যে—
কে করিবে তাহার বর্ণন?
সাগরে ভাসায়ে ভেলা
সারাবেলা হেলা ফেলা,
কে জানে সে ভিড়িবে কোথায়?
নূতন বন্দরে কিবা অতল তলায়?

হে হিরণ্য-গর্ভ! হে আকাশ!
তোমার ও অরূপ সলিলে
আছে বহু আবর্ত্তের' ত্রাস,
অপরূপ—তুমি হে নিখিলে!

আবর্ত্তের নাভি স্থলে—
ঘূর্ণ্যজলে উঠে জ্ব'লে—
এক এক সূর্য্য সমুজ্জ্বল !
ডুবে ভেসে ফিরে গ্রহদল।

সূর্য্যনাভ সে আবর্ত্ত হ'তে
যেই গ্রহ যতদূরে চলে,—
শব্দহীন মন্দীভূত স্রোতে
নির্ব্বিকার নিস্তরঙ্গ জলে,—
সে কি তত শান্তি পায়,
তত তৃপ্তি লভে ? হায়,
কিবা সেই ধন্য ত্রিভুবনে
ফিরে যেই আবর্ত্তের টানে !

হে বিরাট ! ওহে বিশ্বরূপ !
তোমার ও দেবদেহ মাঝে,—
শুভ্র, শ্যাম, কুৎসিৎ, সুরূপ,
ভাল, মন্দ, সমানে বিরাজে।
নিবিড় পল্লব দলে
বর্ণে, রূপে, পরিমলে,
ফুল হাসে তারার মতন ;
কে ধন্য অধন্য কোন্ জন ?

যে সবিতা সার্থক হেথায়,
অন্তলোকে সেই সে নিষ্ফল!
যে সুধাংশু হেথা দীপ্তি পায়,
লোকান্তরে পিণ্ড সে কেবল!
সর্ব্বংসহা এই ধরা,
মাতা যা'রে বলি মোরা,
ভিন্ন গ্রহে—গ্রহ মাত্র হায়!
অগোচর এই সিন্ধু বায়!

হেথা যা'র মূল্য কিছু নাই,
অমূল্য সে অন্য কোন' দেশে;
আজি যা'রে বলিতেছি 'ছাই'
প্রাণাধিক ছিল কালিকে সে!
যে তত্ত্ব নূতন বলি'
মাথায় নিতেছি তুলি',—
আজি যা'রে করি আবিষ্কার,
কাল কেহ পুছিবে না আর।

হে মহান্! সকলি নিষ্ফল
ব্যবহার না জানিলে তা'র,
হে উদার! সকলি সফল
জানিলে প্রকৃত ব্যবহার!

বিকারে গরলে মধু,
নহিলে—গরলই শুধু,
হে মৃত্যু! হে অমৃতের রাজা!
তোমা' ছাড়ি'—কা'রে করি পূজা!

বর্ণহীন তুমি হে আকাশ!
নীলকান্ত—মানুষের চোখে,
তোমার' কি জাগে অভিলাষ
রূপে ধরা দিতে নরলোকে?
মানুষের প্রেম, হায়,
তোমার' কি প্রাণ চায়?
সূর্য্যশশী ভাণ্ডারে যাহার,—
প্রাণ পেতে প্রাণ কাঁদে তা'র?

নীলোৎপলে পরাগের মত
গর্ভে তব সূর্য্য কোটি কোটি!
পরমাণু সম গ্রহ যত
রসে ফিরে উলটি পালটি!
স্বর্ণগর্ভ! বিশ্বাধার!
তত্ত্ব জানে কে তোমার?
স্বর্ণসূত্রে শুধু অনুভব,—
জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ উৎসব!

হে হিরণ্যগর্ভ! হে উদার!
পক্ষপুটে রাখিয়াছ ঢাকি'
স্বর্ণডিম্ব—সোনার সংসার;
হে আদিম! হে অপূর্ব্ব পাখী!
স্নেহ তব সুগভীর,
নাহি তল নাহি তীর,
নাহি তাহে তরঙ্গ চঞ্চল;
শুধু শান্ত রক্ত চলাচল।

তরঙ্গিত সাগর বিশাল,—
শেষ যা'র ধরণীর শেষে,
ক্ষুব্ধ তা'র গর্জ্জন করাল
ডুবে যায় মৌন তব দেশে;
ভাবের স্বপন-কায়া,
মনের জগতে, মায়া
বিরচন করি' যেন ফিরে,—
নিঃশব্দে ও তিমির-শরীরে!

আছ তুমি সকলের মাঝে,
তবু যেন নাই কোন' ঠাঁই;
দেহে তব ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে,
তবু তুমি নির্লিপ্ত সদাই!

নাট্যলীলা, নিত্য নব,
দ্রষ্টাভাবে অনুভব
অন্তরের জগতে হরষে!
স্নিগ্ধ এক মৃণালের রসে!

জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণ মৃণাল,—
অন্তরে, আনন্দ-ধারা তা'র—
বহিয়া চলেছে চিরকাল,—
চিরন্তন প্রাণের আধার!
সৃষ্টি-আশা-সূত্র-ভরে
বিশ্ব রহে শূন্য 'পরে,
যদি সেই সূত্র পড়ে কাটি'—
তখনি সে মাটি হয় মাটি।

সূর্য্য হ'য়ে ফুটেছে হরষে
কণামাত্র তোমার গৌরব!
ফুল হ'য়ে বসন্তে বিকাশে
হে নির্গুণ! তোমার সৌরভ!
তুমি ব্যাপ্ত লোকে লোকে,
তুমি দীপ্ত চোখে চোখে,
মুখে মুখে গুঞ্জরিত তুমি;
অমৃত! মরণে আছ চুমি'!

সোপবীত দ্বিজ শনৈশ্চর,
দিনকর গ্রহ-ছত্রপতি,
পাণ্ডুর কিরণ শশধর,
চারিচন্দ্রে গুরু বৃহস্পতি,
ছায়াপথ—তারাসেতু,
রাশিচক্র, ধূমকেতু,
কত শত সৌর সম্প্রদায়,—
তোমার শরীরে শোভা পায়!

মহাশূন্য! পূর্ণ সর্ব্বধনে!
মহামৌন! সঙ্গীত আলয়!
অন্ধকার! সহস্র তপনে—
লক্ষ সুধাকরে আলোময়!
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে,
সূর্য্য হ'তে শশধরে,
কিরণে কিরণে আলিঙ্গন!
রাজ্যে তব বিচ্ছেদে মিলন!

স্বর্ণগর্ভ! সাম্রাজ্যে তোমার
অন্তরীক্ষে অনন্ত মিলন!
দূরে প্রেম—আনন্দের ধার,—
চোখে চোখে, কিরণে কিরণ!

নাহি পরশের ক্লেদ,
নাহি গ্লানি, নাহি স্বেদ,
দৃষ্টি সুখে হৃষ্ট প্রাণমন!
তুষ্ট চিতে অনন্তে ভ্রমণ!

উলটি' পালটি' শতবার
কোথায় চলেছে গ্রহচয়?
ইঙ্গিতে বল হে একবার—
কি উদ্যোগ চলে নভোময়?
ঊর্দ্ধ কিবা অধোগতি,
না বুঝিনু ক্ষীণমতি,
কিবা শুধু স্রোতে গা' ভাসান্!
কোথা এর হ'বে অবসান?

কোথায় জ্যোতিষ্ক দল চলে—
যাত্রীদল চলেছে কোথায়?
কে আমি? কে দিবে মোরে ব'লে—
এ কথা সুধা'ব কা'রে হায়?
জানি শুধু ভাসিয়াছি,
কূল নাই কাছাকাছি,
বিস্ময়ে সংশয়ে কাটে দিন,
শক্তি গেল, দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ।

তাই ব'লে করিনি নিজেরে
নিশাচর আশঙ্কার দাস ;
কি সুধা'বে জন্ম-নাবিকেরে ?—
তা'র শুধু ভেসেই উল্লাস !
লাভ ক্ষতি নাহি গণে,
নাহি গণে ধন জনে,
জানে শুধু আনন্দ—জীবন !
আশঙ্কা,—সে জীবনে মরণ !

স্বর্ণগর্ভ ! স্বর্ণগর্ভ ব্যোম !
দুঃখে সুখ তোমার আমার !
আমরা ফুটাই তারাস্তোম—
ছিল যেথা নিত্য অন্ধকার !
আনন্দ আনন্দ শুধু
কেবল কেবল মধু
বিতরণ,—মথিয়া সাগর !
মধুময়—হ'ক চরাচর !

মধু জলে, মধু বন ফলে,
ওষধির পত্রে মূলে মধু,
মধু বাতে, মধু মহীতলে,
জীবনে আনন্দ-মধু শুধু !

মধু—কর্ম্মে আসক্তের,
মধু—বিষে রোগার্ত্তের,
মধুপ্রদ মৃত্যু দধীচির!
মধুজীব দয়িত শচীর!

মধু তুমি, মধু স্নিগ্ধ ব্যোম!
মধুময়ী চিরশ্যামা ধরা!
মধু, মধু, মধু সূর্য্য সোম!
মধুবাত, সিন্ধু মধুক্ষরা!
মধুমান বনস্পতি,
কাম্য ধেনু মধুমতী,
মধু মধু—বিশ্ব মধুময়!
মধুমান্ আনন্দ অক্ষয়!

সাগ্নিকের গান।

"एतिना-ग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व
शक्तीवा यत् ते चकृमा विदावा।
उत प्रणेषि अभियस्यो अस्मान्त्
संनः सृज सुमत्या वाजवत्या॥"

সাগ্নিকের গান।

আকাশে বসতি যাঁ'র তপনের মাঝে,
অন্তরীক্ষে বিদ্যুতের দেহে,
সেই অগ্নি মূর্ত্তিমান গেহে,
সেই অগ্নি মর্ত্ত্যভূমে আনন্দে বিরাজে!

কীটের আবাস ভূমি, বিশীর্ণ, নীরস,
নিস্তেজ, শ্রীহীন শমীশাখে—
মূর্ত্তিমান সেই বহ্নি থাকে,
সন্ধ্যাতে জাগিয়া উঠে দৃপ্ত নিরলস!

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁ'রে যজ্ঞ বেদিকায়,
মোরা সবে তাঁ'রি পূজা করি,
অন্তরে তাঁহারি তেজ ধরি,
বিচ্ছুরিত নববল তাঁহারি শিখায়!

হোমশিখা।

জ্বল' জ্বল' তেজঃপুঞ্জ! উজ্জ্বল পাবক!
সূর্য্য চন্দ্র আছে যতদিন,
ততদিন তুমি মৃত্যুহীন,
ততদিন তন্দ্রাহীন জ্বল' ধ্বক ধ্বক!

দহ' দহ' নিঃশেষিয়া মিথ্যার জঞ্জাল,
অমূলক, অলীক, অসার,
দগ্ধকর—কর ছারখার,
গ্রাস' তুমি মেলি' সপ্ত রসনা করাল!

সত্যের কিরণ রূপে বিরাজ ভুবনে,
মানুষে মানুষ পুনঃ করি'
সকল কলঙ্ক তা'র হরি'
অগ্নি-পরীক্ষায় আজি চিনাও কাঞ্চনে।

জ্ঞান-বহ্নিরূপে জ্বল' সদা ঊর্দ্ধমুখ,—
নিবাত নিষ্কম্প সমুজ্জ্বল,
আবেগ উদ্বেগে অচঞ্চল,
মৌন প্রতীক্ষার মত নিয়ত উন্মুখ!

প্রেমের আলোক রূপে করহে বিরাজ!
সুনীচ তৃণের পানে হেলি'
আপনার স্বর্ণ পাণি মেলি'
গলিত কাঞ্চনে তা'রে সিক্ত কর আজ।

জ্বল' মনঃকুণ্ড মাঝে নির্ম্মল পাবক!
সমুদ্রে বাড়বানল জ্বল',
দাবানল বনে বনে চল',
ঝলসি' জ্বলিয়া উঠ পৌরুষ-পুলক!

আর তুমি সুপ্তভাবে ইন্ধনে বিলীন—
কতকাল রহিবে অনল?
জাগ' জাগ' জাগ' মহাবল!
থেকনা হে অসীম শক্তিতে শক্তিহীন।

দিব দান ইতিহাস-খাণ্ডব-কানন,
হে অগ্নি! বাড়া'তে অগ্নি তব,
ঢালিব জীবন-হবি নব,
নূতন শক্তিতে জাগ' জাগ' হুতাশন!

মোদের বচনে মনে—অন্তর মন্দিরে,
রহ তুমি জাগি' অনুক্ষণ,
তরু দেহে রসের মতন ;—
বিষম জ্যৈষ্ঠের দিনে দুরন্ত শিশিরে।

দরিদ্রের নিধি সম রাখিব তোমায়
আজীবন অতি সাবধানে,
যোগ্যজনে সঁপিয়া নিদানে
নিশ্চিন্তে ধূলার দেহ মিশা'ব ধূলায়।

বিশ্ব-মানবের ভ্রূণ অপুষ্ট কোমল—
যতদিন পূর্ণাঙ্গ না হয়
যতদিন আছে কোন' ভয়
ততদিন তপ্ত তা'রে রাখিও অনল।

যে দিন পেয়েছে নর তোমার সন্ধান,
মনুষ্যত্ব পেয়েছে সে দিন ;
হে অনল, হে চির নবীন!
তুমি রাখ বাঁচাইয়া তোমার সে দান।

উচ্চে উঠিবেই শিখা ঢুলুক যতই,
   নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল সুমহৎ
   আত্মার কাঞ্চনময় রথ
তুলেছে পতাকা নীল নীলাকাশে ওই।

সে রথে মহিমাময়ী প্রাণময়ী নারী—
   বিরাজিতা জগতের রাণী;
   মূঢ় জড় সদা যুগ্মপাণি
চলেছে স্খলিত গতি পিছে পিছে তা'রি।

প্রাণময়ী সুন্দরীর রথচিহ্ন ধরি'
   পঙ্গু, মূক, জড় মুক্ত হ'বে,
   মুক্ত হ'বে প্রেমের গৌরবে,
যা' আছে অপূর্ণ আজি উঠিবে তা' ভরি'।

হৃদয়-মন্দির-বাসী শক্তির প্রেরণা—
   অনুভব করি' নিজ মাঝে,
   সাজিবে সে অভিনব সাজে,
দূরে যা'বে ভেদজ্ঞান—অলীক ধারণা।

অনলে জ্বলিয়া যা'বে সকল প্রভেদ,—
পঙ্কলেপ, চন্দন প্রলেপ,
অগ্নি হ'তে নগ্ন শুনঃশেফ—
উঠিবে নির্ম্মল শিশু উচ্চারিয়া বেদ!

পাপে পুণ্যে তারতম্য মূর্খতা বিদ্যায়
মানুষে মানুষে যাহা আছে,
টিকেনা—ও পরীক্ষার কাছে,
দগ্ধ হয় ছদ্মসাজ জ্ঞানের শিখায়।

চঞ্চল, সংযমী শিব মদনের শরে;
ধর্ম্মপুত্র মিথ্যা কহে হায়,
কেবা উচ্চ তুচ্ছ কে হেথায়?
অহল্যা, বসন্তসেনা,—শ্রেয় বলি কা'রে?

ধর্ম্ম ব্যর্থ হ'য়ে গেছে নির্ণয়ে রোগের,
বিফল বিধান বিধি যত;
মূলে হায় কি যে আছে ক্ষত,
অতর্কিতে ছেয়ে ফেলে দেহ সমাজের!

পশুতে ভরিয়া উঠে বীরের সমাজ,
ভণ্ডে ভরি' উঠে ধর্ম্ম মঠ ;
কীটে ভরে শস্য পূর্ণ ঘট,
সত্বরস নাশি' রহে পরি' তুষ-সাজ !

তারপর আসে যবে বপনের দিন,
লঘু বায়ে তুষ উড়ে যায়,
ঘৃণ্য কীট মাটিতে লুকায়,
চাহিয়া রহিতে হয় বল-বুদ্ধিহীন।

দেহীর জটিল এই দেহের মতন—
যত সভ্য-সমাজ-শরীর,
সবই হায় ব্যাধির মন্দির,
ক্ষণিক স্বাস্থ্যের শেষে রোগ চিরন্তন।

এ রোগের শান্তি নাই ঔষধে মন্তরে ;
দেখা পেলে সত্য-দেবতার,
ব্যাধি তবে থাকেনাক' আর,
বাহিরে বিকাশে জ্যোতি আনন্দ অন্তরে।

হোমশিখা।

রহ চির-প্রজ্জ্বলিত চির-সমুজ্জ্বল
সত্যনিষ্ঠা ! বহ্নি শিখা সম ;
যেথা যেথা সুনিবিড় তম
সেথাই মোদের তুমি সহায় সম্বল।

ভবিষ্যের বলবুদ্ধি ভরসা যাহারা,
সত্যের নিষ্কল শিখা পানে
দ্রুত পদে উল্লাসিত প্রাণে
যা'রা আজি চলেছে ভাবনা-ভয়-হারা ;—

কিছু কি তা'দের তরে করি নাই ভবে ?
দেহপাত করি' প্রাণপাত
ভরিয়াছি সময়ের খাত,
দেহ সেতু ক'রে দি'ছি,—তা'রা পার হ'বে।

কি উৎসাহ কত সাধ আমা' সবাকার !
সব জানিবার কৌতূহল,
কি অমৃত কিবা হলাহল,
সব শিখিবার সাধ—সব শিখাবার !

সব গ্লানি, সব ব্যাধি, বেদনা ঘুচায়ে,
পৃথ্বীরে করিব নিরাময়,
কুৎসিতে করিব শোভাময়,
বশে আনি' কালফণী ফিরিব নাচায়ে।

সন্দেহের সংশয়ের অন্ধকার দেশে
ল'য়ে যাব জ্ঞানের মশাল,
আঁধার খনির রত্নজাল
তুলিয়া আনিব মোরা নিমেষে নিমেষে।

এই ধূলিময় ধরা রহি' এরি মাঝে,
রাখে নর সংবাদ তারার!
ক্ষুদ্র নর তুচ্ছ নহে আর,
জেনেছে সে—এ বিশ্বের আত্মীয় সে নিজে।

শত দিকে শত স্রোত, ঘূর্ণি শত শত,
তা'রি মাঝে ক্ষুদ্র আপনায়,
যে শক্তিতে স্থির রাখা যায়,
অমৃতের অংশ সেই বিশ্বে ওতপ্রোত।

বহুদূরে স্বর্গপুরে না রহেন তিনি,
 তাঁ'র বাস মানব-অন্তরে,
 আনন্দ তাঁহারি চর্য্যা করে,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই তাঁহারি সঙ্গিনী।

তাঁহারি নয়ন-জ্যোতি সত্যের আলোক,
 সন্দেহে ও সংশয়ে সহায়,
 সর্ব্ব শুভ তাঁ'রি অনুজ্ঞায়
তাঁ'রি কর্ম্ম কাণ্ডে পরিপূর্ণ মর্ত্তলোক।

গাও হে কর্ম্মের জয়! উৎসাহী যুবক!
 কর্ম্ম কর সত্যের কারণে,
 কর শ্রম জ্ঞানের চরণে,
জ্বলুক্ অতন্দ্র শিখা কর্ম্মের পাবক!

আপন পরের তরে কর কায় ক্লেশ!
 সকল জীবের সুখ তরে,
 শুভ চিন্তা শুভ কর্ম্ম ক'রে,
করম-বীরের স্বর্গ লাভ' অবশেষ।

বিশ্বের মঙ্গল হেতু কর পরিশ্রম,
মানুষের তরে কর তপ,
কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম কর জপ,
আছে ত' মৃত্যুর পারে বিশ্রাম চরম।

আগুণ জ্বালায়ে রাখ! রাখ হে সজাগ!
ন্যায্য দাবী যা'র যত আছে—
অবনত হও তা'র কাছে;—
তা' ব'লে নিজের দাবী করিয়ো না ত্যাগ।

বহ্নিশিখা সম সদা হও উচ্চশির!
সুপবিত্র, নিষ্কল, নির্ম্মল,—
রেখ' তেজ উৎসাহ প্রবল,
ক্ষুদ্র হও—তুচ্ছ নও, হ'য়োনা অধীর।

সবাই হইতে নারে যোগী জিতেন্দ্রিয়,
হ'তে পারে সরল সবাই,
স্খলনে পতনে ক্ষতি নাই,
সরল যে সেই সাধু বিশ্বের সে প্রিয়।

নির্ভয়ে ভেটিয়ো তা'রে যে আসে সম্মুখে,
ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ভয় আর,—
মর্ম্ম বুঝে লও সবাকার ;
নহে, মিথ্যা বেঁচে থাকা ভ্রম পুষি' বুকে।

সাবধান! সাবধান!——ওহে সত্যকাম!
কাচ মণি নিজে লও চিনে,
মণিভ্রমে রাঙা কাচ কিনে
মনে মনে কমায়োনা রতনের দাম।

শিশু সম নগ্ন, কান্ত, পবিত্র, সুন্দর ;
অগ্নিসম নিষ্কলঙ্ক, শুচি,—
হাস্যে যা'র তম যায় ঘুচি'—
সেই সত্য চিরন্তন, অক্ষয়, ভাস্বর।

তাহারে ধরিয়া রাখ হৃদয়ে আপন,
আজীবন সেবা কর তা'রি ;
ভ্রষ্ট যত ত্রিপুণ্ড্রকধারী,
চোখে তা'র ধূলা দিয়ে, করে জ্বালাতন।

আগুন সজাগ রাখ, হে উন্নতি কামী !
রহ ধরি' সাধনার পথ,
সিদ্ধ হ'বে তবে মনোরথ,
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয় ভুল'—তীর্থ-পথ-গামী !

যুগের সাধনে কিম্বা জনেকের তপে
করগত হয় যেই নিধি,
সে নিধি রহেনা নিরবধি,—
যতন যে জানে শুধু তা'রে প্রাণ সঁপে।

তপস্যা নিয়ত চাহি—চাহি কালে, কালে,
সিদ্ধি হয় তবে করগত ;—
বিক্রমের বেতালের মত
চলিবে নিদেশ মানি' ভূতলে পাতালে !

জ্ঞান চাহি হে অনল চাহি মোরা আশা,
আশাহীনে শূন্য এ সংসার,
কর্ম্মে জ্ঞানে হর্ষ নাহি তা'র,
জন্মমৃত্যু—যন্ত্রবলে যাওয়া আর আসা।

সমীরের সখ্য চাহি—চাহি হে ইন্ধন,—
চাহি জ্ঞান, চাহি মোরা আশা,
করুণা, মমতা, ভালবাসা,
উৎসাহ, শকতি চাহি আবেগ-স্পন্দন !

আজন্ম নেহারি শুধু মানবে ঘিরিয়া,
বিস্তারি' বিপুল নিজদেহ
আছে বিশ্ব, জানেনাক কেহ
কোথা হ'তে, কি কারণে, এল কি করিয়া !

আজীবন দেখিতেছি সূর্য্য, সিন্ধু, ক্ষিতি,
মৃত্যুহীন এ বিশ্ব ভুবনে ;
তাহাদেরি অক্ষয় জীবনে
মানুষের' আছে ভাগ, মনে হয় নিতি।

বিশ্ব-মানবের সাথে প্রতি মানবের—
এক দাবী, এক অধিকার,
এক বিধি, একই বিচার ;
অনাদি অনন্ত এক ধারা-জীবনের !

যুগে যুগে চলিয়াছে দেহের পালন,
চলিয়াছে মনের বিকাশ,—
অন্তরের আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
বিশ্ব-ক্রোড়ে দুলিছে পুলক অকারণ!

হে পাবক! পবিত্র কর হে চিত্ত মোর,
দগ্ধ করি' মিথ্যার জঞ্জাল,
নষ্ট করি' শঙ্কা-তমোজাল,
জ্বল' তুমি বিনাশিয়া সংশয়ের ঘোর।

বিশ্ব-মানবের প্রাণে মিশাও এ প্রাণ,
ঘুরে যাক্ জীবনের ধারা,—
পারাবারে হ'ক আত্মহারা;
বিশ্ব-মানবের গানে মিলাও এ গান।

আপনারে বিরাটের আত্মীয় জানিয়া,
বাড়ুক্ শকতি দিনে, দিনে,
তা'র সাধ্য তা'র শক্তি জেনে—
নিজ সাধ্য, নিজ বল লইব চিনিয়া।

বিশ্ব-মানবের মত পৌর-অধিকার,
তা'র মত পৌরুষ, গৌরব,
জনে জনে লভে যেন সব ;
জনে জনে মহত্ত্বের পূর্ণ অবতার।

হে পাবক ! হে নির্ম্মল ! হে চির-উজ্জ্বল !
ভুলিতে দিয়োনা আমাদের
মহনীয় মহিমা তপের,
চিরস্থির রহে যেন সাধনার ফল।

যুগে, যুগে, হে যজ্ঞাগ্নি ! শিখা'য়ো সকলে ;—
অতন্দ্রিত ভাবে যেই জাতি,
সমুজ্জ্বল রাখি' জ্ঞানভাতি
তপস্যা করিতে পারে,—তা'র পুণ্যফলে—

স্বর্গলোক নেমে আসে এই ভূমণ্ডলে ;
লভে নর দেবতার মান,
দেবশক্তি, দেবতার জ্ঞান ;
পুলকে বিদ্যুৎ খেলে তা'র পদতলে !

যে আজ মেলিছে আঁখি ভবিষ্যের কোলে,
  যজ্ঞের অনল পানে চেয়ে,
  মৃদুস্বরে উঠিতেছে গেয়ে,
অর্থহীন আনন্দ-কাকলি কুতূহলে,—

তাহারি ললাটে এই যজ্ঞ-ললাটিকা ;
  যুগান্তের তপস্যার ফল,
  দিক্ তা'রে নিত্য নব বল,
সে রাখিবে সমুজ্জ্বল সাগ্নিকের শিখা।

যা'রা আসিতেছে ওই আমাদের পরে,
  প্রাণে যেন বহ্নি-তেজ রাখে ;
  যুগে যুগে দীপ্ত যেন থাকে,
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের রশ্মি ঘরে ঘরে।

জ্বল' অগ্নি ঘরে, ঘরে, অন্তরে, অন্তরে,
  কর প্রাণ পুঞ্জ তেজস্বান্ ;
  যাক্ তম, যাক্ ভেদজ্ঞান,
ঘৃণা, ভয়, পাপ, তাপ, দর্প যাক্ দূরে।

হোমশিখা।

হে অগ্নি! হে দেবপ্রিয়! দীপ্ত হুতাশন!
সফল কর এ মম গান,
গৃহে গৃহে কর অধিষ্ঠান,
হউক সাগ্নিকে পূর্ণ নিখিল ভুবন।

উজ্জ্বল-সজাগ রহ হে দৈব-আলোক!
তেজঃ পুঞ্জে পূর্ণ কর প্রাণ,
অন্ধজনে দৃষ্টি কর দান,
স্বর্গের কিরণে পূর্ণ হ'ক্ মর্ত্তলোক!

সাম্য-সাম।

"For a' that, and a' that,
'Tis coming yet, for a' that,
That man, to man the world o'er,
Shall brothers be for a' that.
——Robert Burns.

সাম্য-সাম।

ছায়াপথ হ'তে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি' ;
বারতা এসেছে পুলক প্লাবনে ভুবন গিয়েছে ভাসি' !

নাচিছে সলিল, দুলিছে মুকুল, ডাকিয়া উঠিছে পিক,
বারতা এসেছে প্রভাত পবনে,—প্রসন্ন দশ দিক।

কে আছ আজিকে অবনত মুখে, পীড়িত অত্যাচারে ?
কে আছ ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?

যুগ যুগ ধরি' কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা !

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি' গলে ?
পশুর অধম অসুর দম্ভে মানুষেরে তবু দলে' !

কণ্ঠে বাঁধিয়া ধনসম্পুট, রত্নমুকুট শিরে,
কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে ;

তবে কেন হায় জগত জুড়িয়া, এ বিপুল খল-পণা,
বেড়া দিয়ে দিয়ে মুক্ত বাতাসে বাঁধিবার জল্‌পনা!

কর্ম্মে যা'দের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হ'ক্,
পুণ্য তা'দের চরণ পরশে ধন্য এ নরলোক।—

হ'ক্ সে তাহার বরণ কৃষ্ণ, অথবা তাম্র-রুচি,
নির্ম্মল যা'র হৃদয় সেজন শুভ্র হ'তেও শুচি।

ব্যবসা যা'দের রজত মূল্যে নিজ পদধূলি দান,
অন্তে উদয়ে ব্যস্ত করিতে আপনার স্তুতি গান,

যা'দের কৃপায় রন্ধন শালে ধর্ম্ম পেলেন ঠাঁই,
হায় পরিতাপ! ত্রিলোক বলিছে তাহাদের জাতি নাই!

ভুবন ব্যাপিয়া ম্লেচ্ছ যবন শূদ্র বসতি করে,
সাত সমুদ্র তাহাদেরি হায় পাদোদকে আছে ভ'রে;

বিপুল বিশ্বে এক গণ্ডূষ জল পাওয়া আজি দায়,—
ধর্ম্ম আছেন রন্ধন শালে;—জাতিটাই নিরুপায়!

যাহাদের ছায়া ছুঁইলেও পাপ, পবন অর্ব্বাচীন,
তা'দেরি চরণ ধূলি তুলি' দেয় মস্তকে নিশিদিন;

নিশ্বাস নিতে মনে হয়, সে যে অজাতির উচ্ছিষ্ট!
কর্ম্ম হ'তেছে পণ্ড নিয়ত ধর্ম্ম হ'তেছে ক্লিষ্ট।

জগতের চূড়া এ জাতির যদি পামীরে হইত বাস,—
তা' হ'লে হ'তনা প্রতি নিশ্বাসে নিতে পামরের শ্বাস।

ম্লেচ্ছের শ্রমে চারি আশ্রম ভাঙিয়া পড়িছে নিতি,
পীড়ায় আতুর সংহিতা সব পুড়িয়া যেতেছে স্মৃতি!

বর্ণোত্তমে বর্ণে তাহারা করিয়াছে পরাজয়,
নিষ্ঠার বলে প্রতিষ্ঠা তা'র আজিকে ভুবনময়;

ব্রাহ্মণ শুধু মরিছে বহিয়া উপবীত অবশেষ,
রাজ্য বিহীনে লজ্জা দিতেছে পৈতৃক রাজবেশ।

ঊর্দ্ধে রয়েছে উদ্যত সদা জগন্নাথের ছড়ি,
সমান হ'তেছে শূদ্র ও দ্বিজ সবে তা'র তলে পড়ি'।

খনির তিমিরে, কা'রা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি' কাণ,
অনেক নিম্নে পড়ি' আছে যা'রা শোন তাহাদের' গান।

দূর সাগরের হল্‌হলা সম উঠিছে তা'দের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি';

অশ্রু হারায়ে রক্ত নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন,
পঙ্কিল ভাষা, স্বল্প বচন,—নাহি সে মানুষ যেন!

শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হ'য়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই ল'য়ে;

জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে।

হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী!

নর বাহনের সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল মরম, মরিল ধরম, ধরণী গুমরি' ধায়।

তবু ঘর্ঘরে, চলে মন্থরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী নির্ধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ!

মানুষ কাঁদি'ছে, মানুষ মরি'ছে, বেঁচে আছে তরবার!—
এর চেয়ে সেই বন্য জীবন ভাল ছিল শতবার;

সেথায় ছিলনা শৃঙ্খল জাল, বন্দী ছিল না কেউ,
ছায়া-সুগহন কাননের মাঝে শুধু সবুজের ঢেউ,

জটিল গুল্ম কণ্টকে ফুলে উঠিত আকুল হ'য়ে,
দেবতার শ্বাস আসিত বাতাস ফলের গন্ধ ব'য়ে,

পশু ও মানুষে ছিল মেলামেশা ভাষাহীন জানাজানি,
ছোট ছোট ভাই ভগিনীর মত ছিল বহু হানাহানি ;

জীবন আছিল, আনন্দ ছিল, মৃত্যু'ও ছিল সেথা,
ছিলনা কেবল রহিয়া রহিয়া মন মরিবার ব্যথা।

ছিল না সেথায় দুর্জ্জয় লোভে দহন দিবস নিশা,—
লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিঁড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা।

ছিলনা এমন খাজনার খাতা খাজাঞ্চী-খানা জুড়ি',
সেলামী ছিলনা, গোলামী ছিল না, হাইতোলা-সাথে-তুড়ি।

হায় বনবাস ! সজীব, সরস, শতগুণে তুমি শ্রেয়,
এই পোড়া মাটি রস-বাসহীন মানুষে ক'রেছে হেয় ;

এই কাঠ খোঁটা—বসন্তে যাহা আর ফোটাবে না ফুল,
এরি সহবাসে নীরস মানুষ,—জীবনে মানিছে ভুল।

ঊর্দ্ধে উঠেছে দুর্গ প্রাচীর, মানব শোণিতে আঁকা,
আকাশ সুনীল কুটির বাসীর চক্ষে পড়েছে ঢাকা ;

সাগরের বায়ু বাধা পেয়ে পেয়ে সাগরে গিয়েছে ফিরে,
মানবের মন এমনি করিয়া মরিয়া যেতেছে ধীরে।

তরবারি শুধু ফিরিছে নাচিয়া বিপুল হেলার ভরে,
বাঁধন কাটিতে জন্ম যাহার সেই সে বন্দী করে!

বলবান যেই,—ধর্ম্ম যাহার ক্ষত ও ক্ষতির ত্রাণ,
সেই সে ঘটায় জগতের ক্ষতি, সেই করে ক্ষত দান!

অমল যশের লালসায় হায় জয়ের মশাল জ্বালি',
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীর্ত্তির কালি।

বন্ধ্যা সোণায় এরা বড় জানে,—জননী মাটির চেয়ে,
সফলতা যা'র অণুতে রেণুতে চিরদিন আছে ছেয়ে;

তবু এরা জ্ঞানী, তবু এরা মানী, এরা ভূস্বামী তবু,
ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা—এরা তাহাদেরি প্রভু!

যা'রা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল,
তা'রা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল;

তা'রা আছে শুধু কথায় কথায় হইতে যোত্রহীন,
'দেড়া' 'দুনো' দিয়ে বর্ষে বর্ষে কেবল বহিতে ঋণ;

সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল' মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি' চারিধার আছে হাহাকার, পলাবার আশা মিছে।

এত বড় এই ধরণীর বুকে তাহাদেরি নাহি ঠাঁই,
তবুও ভূমির ভৃত্য, ভক্ত, ভর্ত্তা সে তাহারাই!

তা'দের নয়নে ফলময়ী ভূমি স্নেহময়ী মা'র চেয়ে,
রমণীর চেয়ে রমণীয়া—যবে কাল মেঘ আসে ছেয়ে;

কন্যার চেয়ে কান্তিশালিনী, হাস্যশোভনা ভূমি;—
কি বুঝিবে মূঢ় রাজস্বভুক্, এর কি বুঝিবে তুমি?

তবুও সমাজ তোমা হেন জনে ভূস্বামী বলি' মানে;
প্রকৃত স্বামী সে দীন কৃষকের কথা কে তুলিবে কাণে?

বলের গর্ব্ব পর্ব্বত হ'য়ে বাড়ায় ধরার ভার,
চলে লুণ্ঠন কুণ্ঠাবিহীন ঘরে ঘরে হাহাকার;

প্রবল দস্যু বিকট হাস্যে বিশ্বভুবন মথি',
সুনামের হার গলায় দোলায়ে চলেছে অবাধ-গতি!

নিরীহ জনের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারি,
বালকে বৃদ্ধে বধিয়া চলেছে, বাঁধিয়া চলেছে নারী!

পিশাচের প্রায় ক্রূর হিংসায় শবেরে দিতেছে ফাঁসী,
সপ্ত সাগর মানে পরাভব ধু'তে কলঙ্ক রাশি !

ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী,—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন বৈভব তাহাদেরি সব, তা'রা বীর, তা'রা জয়ী !

ক্ষুদ্র প্রদীপে নিবা'তে পবন ! যতন তোমার যত,
সেই শিখা যবে দহে গো ভবন কোথা রহে তব ব্রত ?

হায় সংসার, ক্ষুদ্র মশার দংশন নাহি সহ,
মৃত্যুর চর ক্রূর বিষধর তা'রে পূজ' অহরহ !

তবু উদ্যত রয়েছে নিয়ত বৈভবে দিয়ে লাজ,
বলী দুর্ব্বলে করিতে সমান বিশ্বদেবের বাজ !

মুক্ত রাখ গো মনের দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে,
ঘুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা' কিছু আছে ;

বলের দর্প, কুলের গর্ব্ব, ধনের গরিমা ল'য়ে,—
মুক্ত বাতাসে বাক্য-বেড়ায় ফেল'না ফেল'না ছেয়ে ;—

জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীরে ব'ল'না হেয়,
অর্দ্ধজগতে ক'র' না গো হীন জগতের মুখ চেয়ো।

স্নেহবলে নারী বক্ষ শোণিতে ক্ষীর করি' পারে দিতে ;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন্ মূঢ় অবনীতে ?

তারা-সুগহন গগনের পথে চলেছে মরাল-তরী,
তা'রি মাঝে নারী পুষ্প-প্রতিমা সুষমা পড়িছে ঝরি' ;

চরণের বহু নিম্নে জগৎ স্তব্ধ হইয়া আছে,
নন্দন-বন-বিহারী পবন ফিরি'ছে পায়েরি কাছে ;

কুন্তল দোলে, মন্থরে চলে স্বপন-তরণী খানি,
সুপ্ত জগতে চিরজাগ্রতা প্রেমময়ী কল্যাণী !

কত কবি মিলে বিশ্বনিখিলে বন্দনা রচে তা'র।
সঙ্গীত ভুলি' দু'টি আঁখি তুলি' চাহে শুধু শতবার ;

মুগ্ধ নয়ন স্বপ্নমগন, মৌন বচন সব,
সেতার, কানুন্, বীণা, তান্পূরা মানে যেন পরাভব !

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী ;
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তা'রি—তা'রি।

ক্ষেত্র বীজের প্রাচীন কাহিনী তুলে আর নাহি কাজ,
গেছে সংশয়, রমণীর জয়,—জগত গাহিছে আজ ;—

কত না বালক ধন্য হ'য়েছে মায়ের মূরতি লভি',
কত না বালিকা বহিয়া বেড়ায় জনকের মুখছবি ;—

তবে কেন মিছে কথার কলহ, দূর কর কলরব,
আর' কাছাকাছি আস্থক্ মানুষ—আস্থক্ মহোৎসব !

কে রয়েছ বলী, আর্ত্ত অবলে হাতে ধরি' লও তুলি',
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নরের নূতন দুয়ার খুলি';

মানুষেরে যদি মনে জান' পর, শিক্ষা বিফল তবে,
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় ভবে।

দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখনা—খোল' মন্দির দ্বার,
দেবতা কাহার' নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার ;

নরকের ভয় দেখায়ে মানুষে খর্ব্ব ক'র'না তবে,
মানুষেরি প্রেমে হউক ধন্য, লভুক্ পুণ্য সবে।

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি' !
মূক মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি ?

উন্মাদ সেথা লভে কি শান্তি ? পুষ্টি লভে কি ভ্রূণ ?
বন্ধু সেথায় বন্ধুর মুখ দেখিতে কি পায় পুনঃ ?

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর ?
কিবা সে পুণ্য ? কিবা সে পাতক ? মূল কোথা ছিল কা'র ?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া ? কে দিল বৃত্তি যত ?
কে করিল হায় মনুসন্তানে স্বার্থ সাধনে রত ?

তিমিরের পরে তিমিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিক চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে ;

যে বলে 'জেনেছি' ভণ্ড সেজন, নহে, উন্মাদ ঘোর,
সে জ্ঞান আনিতে পারে ইহলোকে জন্মেনি হেন চোর।

ছায়াপথ জুড়ি' আলোক বিথারি' কত না তপন শশী,
শান্তির মাঝে অচিন্ত্য বেগে চলিয়াছে উচ্ছ্বসি' ;

কত না লক্ষ পুষ্পক রথ, যাত্রী কত না তায়,
কোন্ সে তীর্থে যাত্রা সবার, কে বলিতে পারে, হায় ;

কা'রা করেছিল যাত্রা প্রথম ? পৌঁছিবে কা'রা শেষ ?
রথে রথে বাড়ে অস্থির স্তূপ, শাদা হয় কাল কেশ !

রথের মাঝারে জন্ম মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
সমুখে পিছনে শুধু বিস্তার—সীমাহীন ছায়াপথ !

কলরব করি' যাত্রী চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ু স্রোতে যায় ভেসে ;

প্রার্থনা ভেসে কূলে ফিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে আঁকড়ি' প্রাণে পায় সান্ত্বন !

সেই মানুষেরে ক'র'না গো হেলা তা'রে ক'র'না গো ঘৃণা,
এ জগতে হায় কি আছে নরের—নরের মমতা বিনা ?

অভিষেক যা'রে করেছে তপন, আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্না-মদিরা যে করেছে পান সেই সে আমার ভাই ;

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে,
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল সে আমার দুখে সুখে ;

কুসুম-সরস ধরণী যা'দের বহিছে পরশ খানি,
জীবনে মরণে কাছে আছে তা'রা, মনে মনে তাহা জানি।

জাগ' জাগ' ওগো বিশ্বমানব ! বারতা এসেছে আজ ;
তোমার বিশাল বপু হ'তে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ ;

জানু পাতি' কেন রয়েছ নীরবে অবনত করি' মাথা ?
কা'রা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা ?

হোমশিখা।

ঘণ্টা ঝাঁঝর কর্ণে বাজায়ে বধির করিছে কা'রা ?
অঙ্কুশ হানি' অঙ্গে কে তব বহায় রক্ত ধারা ?

জানু পাতি' কেন অবনত শিরে রয়েছ নীরবে, হায়,
দাঁড়াও উঠিয়া, ঘৃণ্য কীটেরা পড়ুক লুটিয়া পায়।

দাঁড়াও হে ফিরে উন্নত শিরে হাসি' উজ্জ্বল হাসি,
হাতে হাতে ধার' গুণী, জ্ঞানী, বীর, শিল্পী, রাখাল, চাষী ;

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী,
সাম্যের মহাসঙ্গীত নব গাহ মিলি' নরনারী !

"আমরা মানিনা মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা,
আমরা মানিনা বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা ;

মানি না গির্জ্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁ'র ঘর ;

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে ;

আশা আমাদের সূতিকা ভবনে বিরাজিছে শিশুরূপে,
তা'রি মুখ চেয়ে জগতের বাহু খাটিয়া চলেছে চুপে !

হোমশিখা।

ধনের চাপে যে পাপের জনম এ কথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি ;

দোষীরে আমরা নাশিতে না চাহি, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আতুরে দূষি' না ভাই।

যা'র কোলে শিশু হাসে আহ্লাদে শিশু-হিয়া জানি তা'র,
যা'র স্নেহে ভূমি হয় গো সফলা ভূমি তা'রি আপনার।

মানিনা অন্ধ বিধি ও বিধান মানিনা অন্ধ ধারা,
মানিনা তা'দের সংসারে যা'রা করেছে দুঃখ-কারা।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি ;

আমরা মানিনা শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি,
জাব্দা খাতার, ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমতারি।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি ;—

নয়ন মোদের উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সহসা তাই!
তৃণে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই!

চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে,
বাহু প্রসারিয়া ছুটেছে মানব মানব-হিয়ার তরে !

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তা'র আধা !

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি',
আজীবন যা'রা আছিল বন্দী তা'রাও লভিছে ছুটি !

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের ফুটিছে বাণী,
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি ।

অন্যায় সাথে বিস্মৃতি নদে ডুবুক্ অত্যাচার,
সাম্যের মহাসঙ্গীতে সুর যাক্ মিলি' সবাকার ।

এস তুমি এস কর্ম্মী পুরুষ, এস কল্যাণী নারী,
প্রভু আমাদের বিশ্বমানব মোরা জয় গাহি তাঁ'রি ।

কা'র বন্ধন হয়নি মোচন—কারায় কাঁদিছ বসি'—
গাহ নির্ভয়ে সাম্যের গান—শিকল পড়ুক্ খসি';

উচ্চে সবলে উচ্চার' ওগো সাম্যের মহাসাম,
কর করাঘাত কারাভবনের দুয়ারে অবিশ্রাম ;

দুর্ব্বল বাহু বল পা'বে ফিরে,—ওগো হও একসাথ,
কণ্ঠে মিলাও কণ্ঠ আবার, হাতে ধরি' লও হাত ;

অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদি গো পায়,—
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হ'তে কেন বঞ্চিবে তায় ?

নারী ও শূদ্র নহেক ক্ষুদ্র, হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরি মত দহে ;

তাহাদের' রাঙা রক্ত রয়েছে, তাহাদের' আছে প্রাণ,
আশা, ভালবাসা, ভয়, সংশয়, আছে ; আছে অভিমান ;

তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোকে, বেদনায়, তোমাদেরি মত ভোগে,
তোমাদেরি মত মর্ত্ত্য মানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে ;

ওগো ধনবান, ওগো বলবান, জেন' তোমাদের' আছে,
তাহাদেরি মত গ্রন্থি অপটু—স্কন্ধ মাথার মাঝে !

মানুষ মানুষ ; শক্তি মূরতি ; বহ্নি ধরে সে বুকে ;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেববিভা তা'র মুখে ;

সে যে জন্মেছে ধরণীর বুকে, কে তা'রে ছিঁড়িয়া ল'বে !
সে যে দিনে দিনে হয়েছে মানুষ, তা'রে ঠাঁই দিতে হ'বে !

তা'র বাঁচিবার, তা'র বাড়িবার অধিকার আছে—আছে ;
কার' চেয়ে দাবী কম নহে তা'র এ বিপুল ধরা মাঝে।

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযূস-সুধা,
বলী দুর্ব্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা।

সবিতা যাহারে করেছে আশীষ, ধরণী ধরেছে বুকে,
সে কভু জগতে মরিতে আসেনি,—মরিতে আসেনি ভুখে।

নগ্ন মূরতি, হর্ষমুকুল, শিশু আসে ধরাপরে,
ঘৃণার পঙ্ক তা'রে মাখায়োনা ওগো পঙ্কিল করে ;

রক্তপায়ীর মুখোস্ পরায়ে তা'রে নাচায়োনা, ওরে,
দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র, ভণ্ড তাহারে সাজায়ো না হেলাভরে ;

সুকুমার হিয়া চরণে দলিয়া মানুষে যন্ত্র করি'
শ্যামা ধরণীর পুলকের হাসি নিয়োনা নিয়োনা হরি'।

আহা শিশু হিয়া উছসি' উঠিয়া দূরে ফেলে দেয় সাজ,
ধনী ও দিনের দুলাল মিলিয়া খেলিতে না মানে লাজ !

আজ' শোনা যায় হৃদয় নিলয়ে প্রকৃতির মহাবাণী,
তাই মাঝে মাঝে যেন থেমে আসে জগতের হানাহানি ;

ওগো তবে আর—যাহা আপনার—তা'রে কেন রাখ দূরে ?
ওই শোন, শোন,—রাগিনী নূতন ধ্বনিছে বিশ্বপুরে !

জীমূত মন্দ্রে সপ্ত সিন্ধু গাহিছে সাম্য-সাম,
মন্দ পবন নূতন মন্ত্র জপিছে অবিশ্রাম !

প্রভাত তপনে, গগনে, কিরণে পড়ে গেছে জানাজানি,
মেদিনী ব্যাপিয়া তৃণে পল্লবে সুগোপন কাণাকাণি !

পুরাণ বেদীতে উঠিছে দীপিয়া অভিনব হোমশিখা,
এস কে পরিবে দীপ্ত ললাটে সাম্য-হোমের টীকা !

কত না কবির উন্মাদ গীতি আজিকে শুনিতে পাই,
বাহু প্রসারিয়া রয়েছে তাঁহারা আজি যেই দিকে চাই !

হে শুভ সময় ! গাহি তব জয়, আন' বাঞ্ছিত ধন,
অক্ষয় দানে ধনী ক'রে তুমি দাও মানুষের মন ;

কর নির্ম্মল, কর নিরাময়, কর তা'রে নির্ভয়,
প্রেমের সরস পরশ আনিয়া দুর্জ্জয়ে কর জয় !

ভাই সে আবার আসুক্ ফিরিয়া ভায়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হুতাশনে ;

সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হ'ক পুনরায় ;

সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হ'ক্‌,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্ত্যালোক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

বেণু ও বীণা।

নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—সর্ব্বত্র প্রশংসিত। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"তুমি যে কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন—"আপনার 'বেণু ও বীণা' পাঠ করিয়া অনেকদিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম।"

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি বলেন—"তোমার 'বঙ্গজননী' 'ঝড় ও চারাগাছ' প্রভৃতি কবিতা চমৎকার।"

"বঙ্গবাসী" বলেন—"ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, ঝঙ্কারে, কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে।"

"অমৃত বাজার পত্রিকা" বলেন—"'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' শীর্ষক গানটি অতি চমৎকার,—অমরতা লাভের যোগ্য।"

"বসুমতী" বলেন—"এই নবীন কবি বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে উৎসাহ লাভের যোগ্য পাত্র; তাঁহার কবিতার ভবিষ্যৎ গৌরবজনক, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"

"যুগান্তর" বলেন—"সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতাগুলি সুন্দর, তাঁহার

লেখনী তেজোপূর্ণ কবিতা প্রসব করিয়া তাঁহার নাম অমর করুক ইহাই আমাদের কামনা।"

"বেঙ্গলী" বলেন—"অধিকাংশ কবিতাই মৌলিকত্ব পরিচায়ক বিশেষতঃ স্বদেশ সম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক কবিতাগুলির প্রতি আমরা আমাদের পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।"